ডুবু, পাওয়ানাদারদিগের হাতে পায়ে ধরিয়া অনেক রেহাইত লইয়া গোছাইয়া টাকা শোধ দিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার আদরের ছেলে যেখানে সেখানে বলিয়া বেড়ায় যে তাহারা মস্ত বড় মানুষ, না বলিলে ইয়ারের দলে মান থাকে না, শেষে পাওনাদারগণ হারাধন বাবুকে লইয়া টানাটানি। এখন ঢাকার বাবুরা ধার কর্জ্জ করিয়া দেখ দেশের বা কি সর্ব্বনাশ করেন। লাভের মধ্যে পরম গোবধ।

সোজা পথ।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক নূতন কথা বলিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন কায়স্থেরা শূদ্রও নয়, ক্ষত্রিয়ও নয়, কায়স্থেরা কাহার। যেহেতু কায়স্থেও "কা" কাহারেও "কা" এই জন্য কায়স্থ হচ্চেন কাহার; আশ্চর্য্য! এই সোঝা বিষয় পূর্ব্বে কাহার মস্তিষ্কে আঘাত করে নাই। এখন চাবি পাওয়া গেল, অনায়াসে কোন্ জাতির কি হইতে উৎপত্তি হইয়াছে জানা যাইতে পারবে। আর শাস্ত্র দেখিতে হইবে না, চিন্তা করিতেও হইবেক না, সঙ্কেত ধরিয়া গণিয়া গেলে অনায়াসে কোন্ জাতি কোন্ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ইংরাজও "ই" ইন্দুরেও "ই" অতএব ইংরাজের উৎপত্তি ইন্দুর হইতে; মুছলমানও "মু" মুরগীও "মু" অতএব মুসলমানের উৎপত্তি মুরগী হইতে; হিসাবে এই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি বেদে থেকে হইতে পারে, কিন্তু লাসেন, বরনুফ, মক্ষমুলার প্রভৃতি ভাষা তত্ত্বজ্ঞের মত এরূপ নহে, আর সুবিখ্যাত প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ ডারউইন বলেন যে, মনুষ্যজাতির উৎপত্তি বাঁদর হইতে এবং যদিও তাহা সামান্য দর্শকের পক্ষে অসঙ্গত বোধ হয় তথাপি সোমপ্রকাশ প্রদর্শিত সোজা পথে বিবেচনা করিলে ডারউইনের কথা বেদবাক্য বোধ হয়, যেহেতু মনুষ্যের মধ্যে প্রাচীন ব্রাহ্মণেও "বা" ও বাঁদরেও "বা" অতএব ব্রাহ্মণ বাঁদর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এ বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে তবে আমাকে বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে, অথবা অপর কোন ভট্টাচার্য্যকে গাছে চড়ায়ে দেখিবেন, যে বীর হনুমান বোধ, হয় কি না। গলায় দড়ি থাকাতে কোন কোন মহাশয় ব্রাহ্মণের বাঁদর হইতে উৎপত্তি বিষয়ে সন্দেহ করিয়া বলেন, যে, বৈদ্যনাথের গোরু হইতে উৎপত্তি, কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না, বরং সন্দেহকারীদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ লিখিতেছি যে, আমাদের অধীনে যে সকল এসিষ্টাণ্ট প্রভৃতি থাকে তাহাদেরই তারা দেখেছেন এবং তাহাদের



The Bull and The Frog.

বুড়াবেং "এত গরল গায়ে ছেড়ে দিলাম তবুও কিছু হোলনা, বোধ আমি ফুলে ওর সমান হোয়েছি। দেখ দেখি ওর মতন হইনি।"

দলশুদ্ধ খুদে খুদে বেংচয় "বাহবা বাহবা আর একটু ফুলিলেই হবে!"

উৎপত্তি বেদের বাঁদর হইতে সুতরাং সাবেক দড়িগাছ এখনো ভোলেনি। বীরদের সেটা দেখ্‌বেন না, যখন সাহেবদের কাছে যেতে হয় তখন ওরন্মা দড়ি ফড়ি কেউ দেখ্‌তেও পায় না, আর কাশী প্রভৃতি পুণ্যস্থানেই দড়ি বেরোয়। বীর গুলো বুড়ো হইলেই দুর্গাবাড়ির আত্মীয়গণের সহিত মিলনার্থ কাশী যায়।

গুরুতর সাক্ষাৎ।

আমার এক্ষণে গতি বিধিটা সকল স্থানেই হচ্ছে দেখে মনে ক'রলেম যে একবার গভর্ণর বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎটা করা উচিত। এই ভেবে আচ্ছা ক'রে গরদের যোড়টাকে কোঁচালেম আর চটিযোড়াটা ভাল রকমে ঝেড়ে ঝুড়ে তেল মাখাতে ব'সলেম কিন্তু এমন সময় মনে হলো যে বিদ্যাসাগর ভায়া এস্যাটিক সোসাইটীতেই যখন চটিজুতার দরুণ অর্দ্ধ চন্দ্র বিদায় পেয়েছেন তখন লাড সাহেবের বাড়ি চটিনেযেতে গেলেই আমার সেপাইদের সাঙ্গীন বিদায় পেতে হবে। এই কথাটা মনে পড়াতেই আমার মনটা খিচুড়েগেল কিন্তু "মরদ্‌ কি বাত হাতি কি দাঁৎ" বয়েৎটা মনে পড়াতে ভাবলেম "যা থাকে কপালে হবে, আদা জল খেয়েও লাগাযাগ"। যে ভাবা অমনি কার্য্য সুরু এক যোড়া ইংরাজী জুতার তল্লাশে বেরোলেম; পথে মনে পড়লো যে শামা ছুতোর ছোঁড়া পাল পার্ব্বন হ'লে বার্ণিস করা এক জোড়া জুতা পায়েদে মশ্‌ মশ্‌ ক'রে বেড়ায়, তার কাচ থেকে এক ছিলাম গাঁজাদে জুতা জোড়া ধার ক'রে আনলেম। জুতাত' হলো এখন পায়ে দেয়াই মুসকিল অনেক কষ্টে টানাটানী ক'রে প'রলাম কিন্তু পা পাত্‌বার যো নাই, থলির ভিতর হাতি সাঁদ করা হয়েছে। জামা একটা পরবার চেষ্টা ক'রলেম কিন্তু পেটটা তার ভিতর তাঙ্গড়ালো না কাজেই দোবজা খানা মাথায় বেধে চলিলাম। গভর্মেণ্ট হাউসেত গিয়ে হাজির হলেম কিন্তু সেপাই গুলো ঢুকতে দেয় না, কি করি এদিক উদিক উকিমারতে লাগলেম এমন সময় দোতলার উপর থেকে একটা হাসির হোর্‌রা শোনাগেল, চেয়ে দেখি যে কত সাহেব বিবি আমাকে দেখে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন। আমি দেখলেম সুযোগ এই অবসরে লাড সাহেবের দিকে চেয়ে ব'ললেম "দোহাই খোদা বন্দ রাজ দরবারে বসন্তকের প্রবেশ বারণ কি অপরাধে হইয়াছে"? লাড হেসে ফুট কড়াই হয়ে ব'ললেন "নেহি উপর আও"। আরকে রাখে আগে যে সকল জমাদার বরকন্‌দাজ, বেয়ারারা সেরাজুদ্দৌলার প্রপৌত্রের

মত গোঁফে চাড়াদিয়ে বেড়াচ্ছিল, ও মাঝে মাঝে "যাও বাঙ্গালী নিচুযাও ব'ল ছিল এখন তাদের তোয়াজ দ্যাখে কে, কেউ বলে "এধের রাস্তা মহারাজ" কেউ বলে "আইয়ে সাব হুজুর বোলায়া" আমি ব'ললেম "হাঁ বাবা এখন সাপ আগে যে ব্যাঙ্গও হইনি ইশেরমুলের গুণ এমনি!" যাহোক্ সেই জুতা পায়ে দিয়ে পালিস করা সিঁড়ির উপরে উঠাই ভার হলো করি কি খোঁড়াতে খোঁড়াতে দেয়াল ধ'রে ধ'রে উঠে লাট বাহাদুরের সামুনে হাজির হয়ে সেলামের পর দুহাত তুলে "জয় হোক্ মহারাজ" ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'রলেম। সকলে হেসেই কুরখুট্টি, অনেক হাসির পর লাড সাহেব আমাকে ব'ললেন "টেক ইউরসিট" এবং আমি চৌকিতে ব'সলে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন "আপনার নাম কি?" আমি বলিলাম "হুজুর আমার নাম বসন্তক।"

লাড—স্যারজন ফালষ্টাফ আপনার কে ছিলেন।

আমি—হুজুর তিনি আমার ভায়রা' ভাই হতেন।

লাড—রাজশাসনাদি বিষয়ে আপনার কোন জ্ঞান আছে?

আমি—হুজুর আমি অজ্ঞানেই বরাবর থাকি তবে পূর্ব্ব কালাবধি রাজারাজড়ার অনুগ্রহে ও তাঁহাদিগের সঙ্গে থেকে একটা সুবিধা ঘ'টেছে যে সময়ে সময়ে এক একটা জ্ঞানের বেগ উপস্থিত হয়।

লাড—জ্ঞানের বেগটা কি রূপ?

আমি—হুজুর স্প্যুচুয়ালিষ্টদের মিডিয়মে যে রূপ ভূতের আবির্ভাব হয়, গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের দশা পেলে যেমন ভক্তির আবির্ভাব হয়, আমারও সেই রূপ জ্ঞানের বেগ।

লাড—সে সময়ে তোমার কি হয়।

আমি—মহারাজ সে সময়ে আমার অজ্ঞান ভাব উদয় হয়।

লাড—জ্ঞানের বেগে অজ্ঞানতার উদয় কেন হয়?

আমি—খোদাবন্দ কথাটার কিছু পেঁচ আছে; আমার জ্ঞান ভাব অপরের পক্ষে অজ্ঞানতা—আর আমার অজ্ঞান ভাব অপরের জ্ঞান ভাব, সেই জন্যই ব'লছি যে জ্ঞানের বেগ হলেই আমার অজ্ঞানতার উদয় হয় অর্থাৎ তখনই আমি আত্মবিস্মৃত হইও দুচারটা লৌকিক জ্ঞানের কথা কই।

লাড—সে সময় আপনি কি করেন।

আমি—মহারাজ সেই সময়ে আমি সর্ব্বজ্ঞ হই যা জিজ্ঞাসা করেন তাই ব'লতে পারি।

লাড—এখন তোমার বেগ এসেছে।

আমি—মহারাজ উদ্যোগ হচ্ছে;

লাড—তবে বল দেখি আমরা কেমন ভারতবর্ষ শাসন কচ্চি?

আমি—হুজুর ভয় কব' কি নির্ভয় কব'?

লাড—নির্ভয়ে বলহ।

আমি—ভালও না নিতান্ত মন্দওনা।

লাড—কেন ভাল না কেন? দেখ মুসলমান যে রূপ লুটদরাজ করিত ইংরাজদের আমলে সে রূপ হয় না।

আমি—হুজুর বার মন তেল না হলে রাধা নাচে কোতা থেকে?

লাড—সেকি।

আমি—হুজুর তখনকার মত লুটদরাজের দ্রব্য থাক্‌লে তো লুটদরাজ হয়; এখন সে ধনও নাই সে রূপ লুটও হয় না, তবে যা হয় তা লুটদরাজের চেয়ে গুরুতর।

লাড—এরূপ কি? আমিতো প্রজাগণের মঙ্গলার্থ সর্ব্বদাই যত্ন কচ্চি।

আমি—মহারাজ আপনার ন্যায় শাসক ভারতবর্ষে আর আসেন নাই, আপনার দ্বারে অনেকের টিকিবাঁধা সুতরাং আপনি পাঁচজনের পাঁচকথার ভয় না করিয়া যথা বিচারকার্য্য করেন কিন্তু আপনিত' সব দেখিতে পারেন না।

লাড—কেন দেখিবার জন্যও' অনেক যোগ্য লোক নিযুক্ত আছে।

আমি—হুজুর তা থাকাতেই এত বিপদ। যদি লোকে জান্‌তো যে বরগির হঙ্গাম হবে তা হলে সকলেই সাবধান হতো ও যাতে আত্মরক্ষা হয় তার চেষ্টা ক'র্‌তো, এ যে রক্ষক সে ভক্ষক হয়েছে বাঁচাবার যো নাই।

লাড—সেকি বড় বড় কর্ম্মচারিরা কি ঘুস লয় না অপহরণ করে। এরা তো নবাবি আমলের সুবাদার নয়।

আমি—হুজুর তা কিছুই নয় কিন্তু ফলে সুবাদারদের চেয়ে সাতকাটি বাড়া হচ্চে। তারা সরপট ক'রতো এ রকমফেরতায় করা হচ্ছে।

লাড—সে কি রূপ।

আমি—মহারাজ পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট, রেলরোড প্রভৃতির কার্য্য প্রভৃতির দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে দেখুন যে এষ্টিমেট ছাপিয়ে যাচ্চে কত; সে টাকা গুলি হুজুর কাদের?

লাড—একটা কার্য্যে অধিক ব্যয় লাগিলে না দিলে চলে কৈ?

আমি—হুজুর! এ টাকাতো লাগে না, লাগান হয়।

লাড—কেন হয়?

আমি—হুজুর পেটরনাইজ কর্ত্তে গেলেই এষ্টিমেট ছাড়ায়ে ব্যয় হয়, হুজুর প্রধান কর্ম্মচারীগণ বাঙ্গালীকে মানুষ ভাবেন না, যত কাজ ইউরোপীয়দের হাতে দেন তাঁরা তাঁদের দেশ সঙ্গত ব্যয় করেন ও তার পরে কিছু লাভ কোরলেই আমাদের ডাকাতির বাড়া হয়।

লাড—সে কি রূপে হয়।

আম্মি—হজুর চোদ্দসিকের পাতকো ১৪০ টাকায় কাটালেও রোজ ১৫ টাকা খোরচের কিঞ্চিৎ লাভেতেই যে ১০।১২ জন বাঙ্গালী রাজা হয়।

লড—সত্য কি এই রূপ হয়।

আম্মি—হজুর দেখলেই জানবেন—এষ্টেট রেলরোডের ভার বাঙ্গালীকে দেওয়াতে একরূপ পরীক্ষা হয়েছে।

বসন্তক সম্বন্ধী নিয়ম।

১। প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে বসন্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

২। ইহার মূল্য ডাকমাসুল সমেত বিদেশীয় বার্ষিক ৩৶০; দেশীয় অগ্রিম ৩ টাকা, মাসিক ৷০ আনা।

৩। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বসন্তক বিদেশে প্রেরিত হয় না। অগ্রিম মূল্য স্বরূপ প্রেরিত ডাক ষ্টাম্প হইতে টাকা প্রতি বিক্রয়ের খরচা হিসাবে /০ আনা গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা ৩৷/০ পাঠাইবেন, তাঁহারা ৩৵০ আনার প্রাপ্তি স্বীকার পাইবেন।

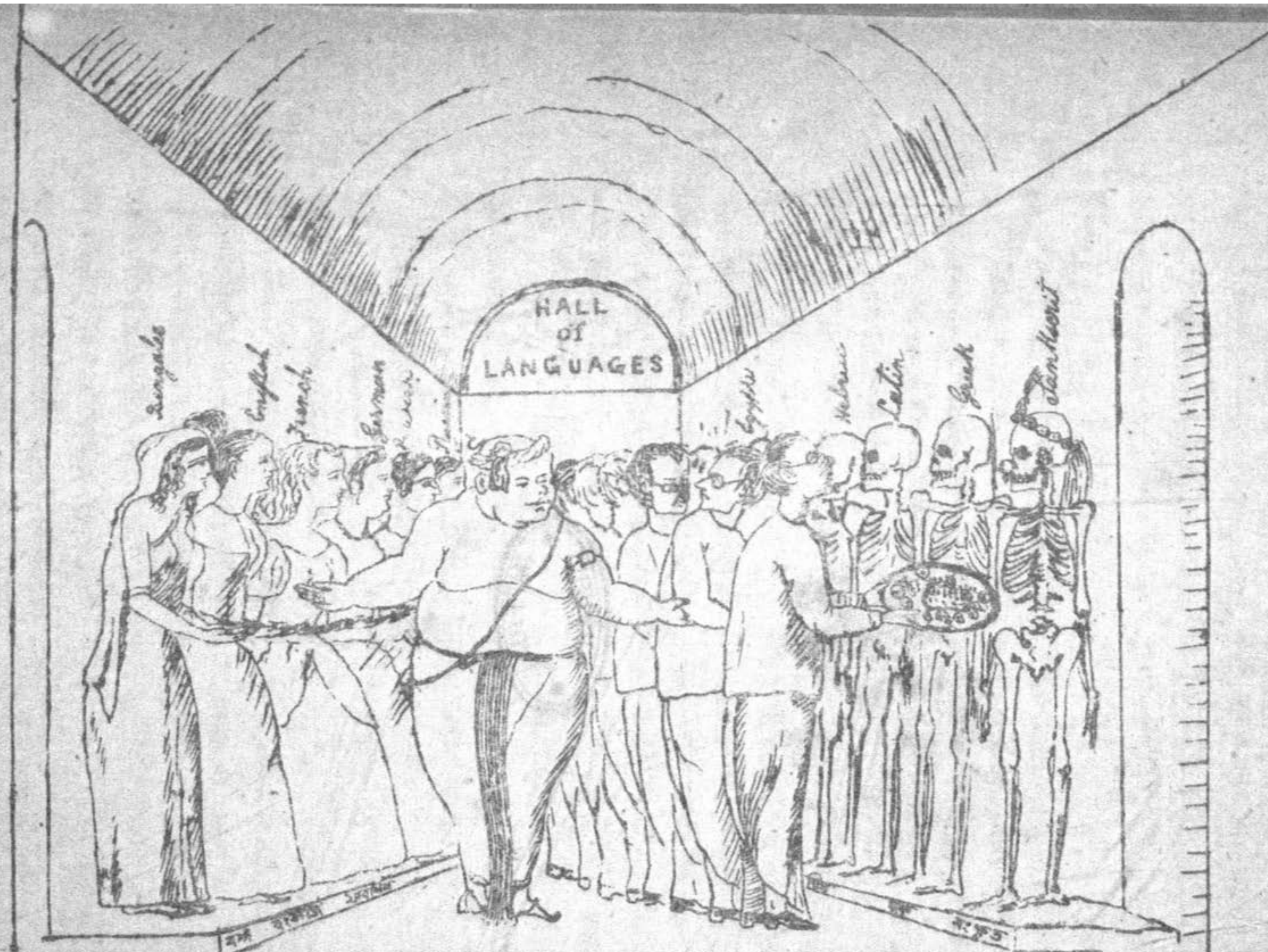
৪। বসন্তকের সম্বন্ধী পত্রাদি কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নম্বর সুচারু যন্ত্রালয়ে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিতব্য।

৫। বসন্তকে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতিপংক্তি ।০ আনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু চারিবারের পর হইতে ৶০ গৃহীত হয়।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত	বাবু	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জজ কোর্টের প্লিডর	দিনাজপুর	৩
"	"	রাশবেহারী গোস্বামী		৩
"	"	উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		৩
"	"	পেয়ারীমোহন রায়		৩
"	"	অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		৩
"	"	আই সি ওয়েল		৩
"	"	চন্দ্রমোহন সেন		৩
"	"	শ্যামলাল মিত্র		৩
"	"	অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		৩
"	"	রেভরেণ্ড বমসুইচ		৩
"	"	ব্রজগোপাল সিং		৩
"	"	শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়		৩
"	"	মতিলাল দে		৩
রাজা		হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর		৩
	কুমার	অমৃতকৃষ্ণ দেব		৩
"	"	মুনসীমহম্মদ মুশা		৩
"	"	বিষ্ণুচন্দ্র পাল		৩
"	"	মহাভারত রায়		৩
"	"	উমেশচন্দ্র মিত্র		৩
"	"	সুরেন্দ্রনাথ মিত্র		৩
"	"	নবীনচন্দ্র পালিত		৩
"	"	হরিমোহন দত্ত	জঙ্গিপুর	৩
"	"	তুলসীদাস রায়		৩
"	"	সিতানাথ দাস		৩
"	"	দিননাথ গাঙ্গুলী		৩
"	"	নবীনচন্দ্র বড়াল		৪৷০
"	"	হরিমোহন দত্ত	জঙ্গিপুর	৩
"	"	তারানাথ মজুমদার		৩/
"	"	যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ		৩
"	"	নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত		৩
"	"	দিগম্বর মিত্র		৩
"	"	কৃষ্ণধন বাঁড়ুয্যে		৩

কলিকাতা, চিতপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।



বসন্তক—ওহে ছাত্র গণ তোমাদিগের হস্তে ও কি খাদ্য বাপু
ছাত্র বিরক্ত হইয়া—আমার মাথা
বসন্তক—বাপু হে জিবিত গুলিকে কিছু দাও

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীযু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

নবম সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৶ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

সদা সভা-সজ্জন-মঙ্গলেয়চ্ছয়া
নমামিদেবং বৃষভধ্বজং শিবং।
প্রবৃদ্ধনৃত্যং স্বগণৈঃ সমাবৃতং
বিলোলনেত্রং মদহাস্য-বিহ্বলং॥

সভ্যগণ! আজ আর আপনাদের সাদানিদে জয় না বোলে শাস্ত্রোক্ত প্রথানুসারেই নান্দীগাওয়া গেল। আলঙ্কারিক মহাশয়েরা বলেন "আশীর্নমস্ক্রিয়া-বস্তুনির্দ্দেশো বাপি" কিন্তু শর্ম্মা অবিকল তাঁদেরমতে না চ'লে আপনার বুদ্ধিটা কিছু খাটায়েছেন। খালি আশীর্ব্বাদ, খালি নমস্কার বা খালি বস্তু নির্দ্দেশ কি কলিকালে চলে? খালি আশীর্ব্বাদ ক'র্ত্তে গেলে ভক্তিমান্ লোকে ব'লবেন, যে, আমি অর্ব্বাচীন ঈশ্বরের নামটাও একবার করি না। আর খালি নমস্কার কর্ত্তে গেলেও চলে না সভ্যগণ রাগ ক'রে ব'লবেন যে আমি বড় অকৃতজ্ঞ তাঁদের মঙ্গল চিন্তা করি না। এ যে শাঁকের করাত হয়, বরং নমস্কার না করার ফল দেরিতে ফলে, কিন্তু কুমিরের সঙ্গে বাদ-ক'রে জলে কে বাস করে? আর আশীর্ব্বাদ না করার ফল হাতে হাতে! সভ্যগণ দেউড়ি বন্ধ করিলেই সর্ব্বনাশ। অতএব দুদিক রয় এরূপ আশয়ে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য বোধে একেবারেই আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার করা গেল।

যাহোক যথা মত গৌরচন্দ্রিকা গাওয়া হ'য়েছে এখন একটু ধিরে সুস্থে বিচার করা যাক পরম পণ্ডিতেরা ব'লেছেন "কালস্য কুটিলা গতিঃ" অর্থাৎ সময়ে যে কখন কি ঘটে কেউ ব'ল্‌তে পারে না। তা যথার্থ, সভ্যগণ! দেখুন আজ যেটি অসম্ভব কাল সেটি সম্ভব

হচ্চে ; উৎপ্রেক্ষার জন্যই ভারত চন্দ্র লিখিয়াছিলেন "কাঞ্চিপুর বর্দ্ধমান ছয় মাসের পথ ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ" এবং বিজ্ঞ পাঠকেরা প'ড়ে তাক হতেন ; কিন্তু এখন সেই ছয় মাসের পথ ছয় দিনে যাওয়া রেল-কোম্পানীর দৌলতে মুটে মজুরকেও তাক কর্ত্তে পারে না, কালে সকলই ফিরলো সাত সমুদ্র তের নদী পারে ব'সে লোকে বন্ধু বান্ধবের সহিত কথা বার্ত্তা কইছে। আমরা বাল্যকালাবধি শুনে আসুচি যে, কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যখানি লিখে তাঁর প্রিয়বন্ধু কুম্ভকার ঘটকর্পর'কে দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দেন এবং ঘটকর্পর তৎপাঠে সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁর সকের জিনিস কাঁচাসরার উপর রাখিয়া ফিরায়ে দেন, এদিগে বাহক ফিরিয়া গেলে কালিদাস কাঁচা-সরায় রাখা দেখে খারাপ হ'য়েচে ঠাউরে গ্রন্থখানি ছিঁড়িতে আরম্ভ করেন। যখন শেষ ৭ সর্গ ছিঁড়েফেলেছেন এমন সময় ঘটকর্পর এসে বলেন! "ভাই হে! তোমার গ্রন্থ প'ড়ে আমি বড় খুসি হ-য়েছি, রচনা "বড় উত্তম হ'য়েছে" কালি-দাস বল্‌লেন তুমি কাঁচাসরায় ক'রে দে-য়াতে খারাপ হয়েছে ভেবে আমি ৭ সর্গ ছিঁড়ে ফেলেছি, এখন যা আছে তা নাও" বলে রাগ ক'রে ফেলেদিলেন। ঘটকর্পর তাই নিয়ে রাখাতেই কুমার-সম্ভব কাব্যখানির কেবল ৭ সর্গ বেঁচে যায়। এই কথাই সকলে জান্‌তো, কোথা থেকে আবার তারানাথ তর্কবাচস্পতি এখন তার আর সকল সর্গ বার ক'রে-ছেন। এই সকল দেখে শুনে আবার মনে একটা আশা প্রবল হ'য়ে উঠেছে ; চারিদিগের সোর সরাবত শুনে আমার হৃদয়ে একরূপ দৃঢ় ধারণা হচ্ছে যে বুঝি আমার ভাগ্য ফিরলো, বুঝি এত দিনের হারাধন পাওয়া গেল! আহা পাঠকগণ যখনি কলিকাতা হইতে ঝক-মারীর দলেরা লোক ঝাঁটায়ে গালাগালি খাওয়ায় ও "তুলে তুলে" বলায় নিবৃত্ত ; তখনি জেনেছিলাম যে সহরে আর অখণ্ড তন্ত্র পাওয়া যাবে না ; যখনি পক্ষীরদল আহারাভাবে ছ'ড়্‌ভঙ্গ হ'য়ে পড়ে তখনি ভেবেছিলেম যে কলি-কাতায় তন্ত্রের গৌরব গেল ; যখনি তাম্বুরা নে মারামারী ছেড়ে লোকে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় যেতে উঠ্‌লো তখনি বুঝেছিলেম যে তান্ত্রিকমতের প্রচার অস্তমিত হলো ; যখনি কাল অশ্লীলতানিবারিণী সভা সংস্থাপিত হ'লো তখনি জান্‌লেম যে তন্ত্রখানির গোর হলো ; যখনি বড়তলা উজ্জলকারী লেখকদের গ্রন্থ নে পুলিসে টানাটানি কর্ত্তে লাগ্‌লো তখনি স্থির জান্‌লেম যে তন্ত্রানুসারে বাঙ্গালাভাষার শ্রাদ্ধ করা বন্ধ হলো। আহা সভ্যগণ এত নৈরাশের

পর যখন দুর্ভিক্ষের বন্দবস্ত হতে লাগ্‌লো তখন দেখ্‌লেম যে তন্ত্রখানি একেবারে যায়নি। শরদের মেঘের ভিতর থেকে সূর্য্যদেব একবার মুখ দেখালেই যেরূপ লোকের বাদলে জড়ীভূত মন প্রফুল্ল হয়ে উঠে, সেইরূপ ইতি পূর্ব্বে বাবা তারকনাথের মহান্ত মহাশয়ের চাল চুলের খবর পেয়ে উদ্যম-শূন্য মনটি আমার নেচে উঠেছিল; মনে ক'রেছিলেম যে গিরিবরই বুঝি নন্দীর পদটা পেলেন কিন্তু কতকগুলা হিন্দু ধর্ম্ম বিদ্বেষীর তাঁকে নিয়ে গোলযোগ দেখে মনের আহ্লাদ চন্দ্রটি একেবারে আঁধারে পড়লো; আমিতো দেখে শুনে একেবারে হতভোম্বা হয়ে পড়্‌লুম। দুই চার জন প্রাচীন কুরচ ও গুরুজীর মুখ চেয়েই ছিলাম কিন্তু গিরিবরের ঘানি টানা দেখে সকল আশাই দূর হলো, নিশ্চয় জান্‌লেম যে আমার এতটা যত্ন ও শ্রম কেবল ভস্মে ঘি ঢালা হলো; তন্ত্রখানির আর উদ্ধারের ভরসা রহিল না; গোটা কতক নাস্তিক খ্রীষ্টান মিলে সে গুড়ে বালী দিলে। কি করি বড় বড় মানুষদের বাড়ীর দ্বারে২ বাপ মা মরা দায়গ্রস্তের মত তন্ত্রখানির উদ্ধারের ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে লাগ্‌লেম। কেউ আর কথায় কান দ্যান্‌না, পরিশেষে ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার প্রধান পুরুষগণের নিকটে অনেক কাঁদাকাটা করাতে, তাঁরা প্রাচীন তন্ত্রখানির উদ্ধারার্থ কতক টা সাহায্য দিতে সম্মত হলেন। এইতে সাহস হলো ও ভাব্‌লেম যে ধর্ম্মস্থান ও ধর্ম্মানুশীলনকারীদের কাছেই সাহায্য মিল্‌বে এবং তদনুসারে ভারতাশ্রমে গেলেম। আহা আশ্রমটিতে প্রবেশ ক'রেই তৃপ্তি হলো; তন্ত্রের শোকে কাতর হৃদয় শীতল হলো! পাঠকগণ মনে কর্ত্তে পারেন যে, এ আশ্রমটি বুঝি সাবেক মুনি ঋষিগণের আশ্রমের আদর্শ-স্বরূপ কিন্তু তাহা নহে, প্রাচীন মুনি-ঋষিগণের আশ্রম এইরূপ কোন স্থলে শুকশাবক-মুখভ্রষ্ট নীবারসকল বৃক্ষমূলে পতিত থাকে, কোথায়ও বা প্রস্তরখণ্ডসকল ইঙ্গুদীফলের তৈলমিশ্রিত অতএব স্নিগ্ধ অর্থাৎ তৈলাক্ত লক্ষিত হয়, কোথায়ও বা জলাশয়ের পথ বল্কল-শিখাপতনে রেখাঙ্কিতবৎ লক্ষিত হয়, কৃত্রিম জলাশয়ের জল পবনবেগে চঞ্চলিত হইয়া বৃক্ষমূলসকল ধৌত করে। এ আশ্রমে তাহার কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না। উনবিংশশতাব্দীতে আর কি সেকেলে ফষ্টি সাজে? এখন উন্নতিই লোকের আকাঙ্ক্ষা, সকলেরই চাল, চুল, আহার, ব্যবহার, বিদ্যা বুদ্ধি ও অভিরুচি উন্নত হ'য়েছে। সভ্যগণ এই স্থানে আমার বাসন্তিকার সহিত যে বচসা হ'য়েছিল তার সার মর্ম্মটা লিখ্‌চি তার জন্য রাগ ক'রবেন না—আমি নগরের আবাল

বৃদ্ধের মুখে উন্নত আর উন্নতি শব্দ নিয়ত শ্রবণ করিয়া প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে চসমা চক্ষে দিয়ে উপরদিগে চেয়ে থাক্‌লেই বুঝি উন্নত হয়, কিন্তু অমনি মনে হ'লো যে তাহা উন্নত দৃষ্টিমাত্র, পুনশ্চ ভাবিলাম, যে বুক ফুলিয়ে মাথা উচু ক'রে বেড়ালেই বুঝি উন্নত বলে কিন্তু সেটাও লাগলো না যেহেতু তাহা তো উন্নত শির, ফের ভাব্‌লেম যে খুব লম্বা জিরেফাকৃতি পুরুষ বা স্ত্রীকেই উন্নত বলে, অমনি ভাব্‌লেম সে যে উন্নত দেহ, পরিশেষে কিছুতেই ঠাওর না কর্ত্তে পেরে ভাব্‌লেম যে আমার এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বাসন্তিকার নিকট যাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করি।

বসন্তক বাসন্তিকা সম্বাদ।

এই ভেবেই গড়গড়িয়ে গে বাসন্তিকাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, "বলি বিধুমুখি! আজ কাল সকলে যে উন্নতি ও উন্নত করে, সেটার ব্যাওরা কি?"

বাস—নাথ! সংসারের সকল বড় বড় স্থানে বেড়ায়েও উন্নতি ও উন্নত কাকে বলে তা বুঝতে পার্‌লে না?

আমি—আরে বুঝতেই যদি পার্‌বো ত' তোমার কাছে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো কেন?

বাস—তবে বলি শোন উত্তরোত্তর উৎকর্ষের প্রতি অগ্রগমনকেই উন্নতি বলে ও সেই উন্নতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উন্নত বলে।

আমি—বাঃ বেস বোঝালে যাহোক বরং উন্নতিকে বোঝা যায় কিন্তু তোমার ব্যাখ্যা বোঝা দায়—টিকে কর।

বাস—নাথ! লোকের সামাজিক ও মানসিক অবস্থার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিকেই উন্নতি বলে।

আমি—বলে উচ্চ হলোনা টিকের টিকে চাই দেখ যেন মাষকড়াই খাওয়াতে হয় না।

বাস—(হাস্য করিয়া) যে হাতে পড়েছি তা খেতে হবে—যাহোক শোন সাধারণ লোকের অবস্থা হইতে উচ্চাবস্থা লাভকে উন্নতি লাভ বলি।

আমি—তবে তো মনুমেণ্টে উঠে থাকলে হয়।

বাস—আঃ কি বলি কি বোঝ—অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব প্রচলিত যে সকল দুষ্ট প্রথা আছে তাহার উচ্ছেদ করিয়া সভ্য সমাজের অনুমোদিত প্রথা প্রচলিত হইলে উন্নতি হয়।

আমি—হাঁ সেকেলে লোকেরা এমন এমন পণ্ডিত হয়েছিলেন তাঁরা কি আর দোষের বিষয় রেখে গেছেন—

বাস—তাঁদের মূর্খ তো বলা হচ্চেনা তাতে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" তাঁদেরও'ত ভুল আছে—আর এখন কি জ্ঞানী নাই। (ক্রমশঃ)

ইংলিশ ম্যানের আফিস।

লেপ্টেনেন্ট গবরণর সাহেব মিয়ার সাহেবকে ছাড়িয়া না দেওয়ায় সম্প্রতি ইংলিশম্যান সম্পাদকের আফিসে একটি বৃহৎ সভা হয়। নানা দেশ বিদেশ হইতে অনেক ইংরাজ সভাতে উপস্থিত হন।

চর্ম্মকার (Tanner) সাহেব সভাপতি, শূকর (Hog) সাহেব, ষণ্ডা (Bull) সাহেব, দর্জি (Tailor) সাহেব, ভেড়ার ছানা (Lamb) সাহেব নেকিড়া বাঘ (Wolf) সাহেব, খেঁকশেয়াল (Fox) প্রভৃতি সহকারী সভাপতি। ইংলিশম্যানের সম্পাদক সেক্রেটারি। স্থানাভাবে অন্যান্য সভ্যগণের নাম দেওয়া হইল না।

সভারম্ভে ইংলিশম্যানের সম্পাদক দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন ঃ—

"সভাপতি ও সভ্যগণ, আমরা ভাবিয়াছিলাম যে অদ্য আমরা সকলে সমবেত হইয়া বাঙ্গালিদিগকে গালি দিব, কিন্তু কালের বিচিত্র গতি, অদ্য কি না আমাদের মিয়ার সাহেবের নিমিত্ত রোদন করিতে হইতেছে। আমি তোমাদের মুখপাত। আমি মিয়ার সাহেবের মকর্দ্দমায় যেরূপ করিয়াছি তাহা আপনারা দেখিয়াছেন। আমি ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি করি নাই, আমি সুবিচার অবিচার দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই। তবে আমি যাহা করিয়াছি তাহার নিমিত্ত আমি লজ্জিত হইতেছি না, কেননা আমার লজ্জা বড় কম আছে। আবার যাহা কহিয়াছি সেটী আমার জাতীয় ধর্ম্ম। বলবানকে সমর্থন ও হীনবলকে গালি দেওয়া সুদ্ধ আমি করি নাই, সকলই ইহা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, আমি মিয়ার সাহেব সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। আমি আপনাদিগকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বলিতেছি না, যাহা প্রকৃত তাহাই আমি বলিতেছি। মিয়ার সাহেব ফাটকে গিয়াছেন সে সত্য কিন্তু যখন আমরা সকলে বলিতেছি যে তিনি নির্দ্দোষী তখন তিনি কখনই ফাটকে যান নাই। স্মিথ সাহেব তাঁহাকে ফাটকে দিউন, হাইকোর্টের জজেরা তাঁহাকে দোষী জ্ঞান করুন, লেফ্‌টেনেন্ট গবরণর তাঁহাকে অপরাধী বলুন, তিনি ফাটকে গিয়া প্রস্তর ভাঙ্গুন, যখন আমরা সকলে তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিতেছি তখন আর তাঁহার ক্ষতি কি!" সকলে করতালি দিয়া উঠিলেন। সম্পাদক উপবেশন করিলেন।

মিয়ার সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উঠিলেন তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন ঃ—

"সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে, বিশেষতঃ আমার ভ্রাতাকে যে প্রবোধ দিয়াছেন তাহার নিমিত্ত আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দেই। তবে কি না আমি উচ্ছিন্ন গিয়াছি, আমার ভ্রাতা খোলে শিলাই করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, যাহা

হউক যখন আপনারা সকলে বলিতে-ছেন যে আমার কোন অপমান হয় নাই আমার ভ্রাতার ফাটক হয় নাই, তখন অবশ্য আমার অপমান হয় নাই এবং ভাই মিয়ারও ফাটকে যায় নাই। তবে পেঁচোএক বেটা সামান্য হরকরা সেই বেটা আমার ভাইকে ফাটকে দিল, এই কথাটা মনে হলে আমার প্রাণটা হুহু করে উঠে।”

দর্জি সাহেব উঠিয়া বলিলেন ঃ—

“ইংলিশম্যান আমাদের জন্যে বিস্তর করিয়াছেন, তিনি ক্রমাগত বাঙ্গালিদিগকে ছোটো লোক, মিথ্যা-বাদী জুয়াচোর বলিয়া, গালি দিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। গালাগালি দিয়াছেন ইহাতে যদিও মিয়ার সাহেবের কোন উপকার হয় নাই, তথাপি তিনি আমাদের ধর্ম্ম বাঙ্গালিদিগকে গালা-গালি দেওয়া, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য তাই, আমরা এদেশে সেই নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, এই বিষয়ের শিক্ষা দিয়াছেন অতএব তিনি ধন্য-বাদের পাত্র” করতালির শব্দে গগণ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইংরাজেরা কেহ নৃত্য কেহ গান করিতে লাগিলেন।

খেঁকশিয়াল সাহেব উঠিয়া বলি-লেন। “সভ্যগণ! আপনারা যত উল্লা-সিত হউন, সম্পাদক যত প্রবোধ দিউন, আমরা বাঙ্গালিদিগকে যত গালি দেই কিন্তু আমরা ভারি অপমানিত হই-য়াছি। আমাদের লজ্জা নাই সরম নাই, মান অপমান জ্ঞান নাই। তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে আজ এখানে আমরা নৃত্য করিতে পারিতাম না। ধিক্ আমাদের! এক বেটা সামান্য হর-করা সেই কি না, সেই ভীষণ প্রতাপ-শালী মিয়ার সাহেবের পুত্রকে ফাটকে দিল, আর আমরা দেশ সমেত ইংরাজ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। ইংলিশম্যান যত উচ্চৈঃস্বরে ও শক্তির সঙ্গে বলুন না কেন যে যখন শতকরা ৯৯ ইংরাজ নির্দ্দোষী বলিতেছেন তখন মিয়ার সাহেবের আর লজ্জার বিষয় কি? তথাচ মিয়ার সাহেব যে ফাটকে গিয়া-ছেন সেও সত্য, আমরা যে অপমানিত হইয়াছি সেও সত্য, মিয়ার সাহেব যে খরচপত্রে উচ্ছিন্ন গিয়াছেন সেও সত্য!”

সম্পাদক উঠিয়া বলিলেন। আমার বন্ধু খেঁকশেয়াল সাহেব যাহা বলিতে-ছেন তাহা সত্য। আমরা এখন এই কয়েকটী বিষয় করিতে পারি। আমি এক একটি বিষয় বলি আর সভ্যগণ তাহাতে আপনাদের মত দিউন। প্রথম আমরা যেরূপ অপমানিত হইয়াছি তাহাতে এদেশ ছাড়িয়া যাওয়া কর্ত্তব্য এবং ইহাতে আপনাদের মত কি?

খেঁকসিয়াল সাহেব বলিয়া উঠিলেন “না মহাশয় উহাতে আমি নাই, দেশে

গিয়া খাব কি।” শূকর সাহেব বলিলেন “আমিও ইহাতে অসম্মত কারণ আমি একটু বদরাগী এবং দেশে গেলে আমার উপায়, আমি মারবো কাকে? দর্জি সাহেব বলিলেন “আমারও ঐ কথা আমার দেশে চাল নাই চুলা নাই, দাঁড়াবার স্থান নাই আমি যাব কোথা” চর্ম্মকার সাহেব বলিলেন “দেশে আমার যে সামাজিক অবস্থা তাহা আপনারা জানেন, এখানে নবাবী ক’রে সেখানে জুতাশেলাইকরিতে পারিবো না। বিশেষতঃ শেলাইর ফোড় আমি ভুলিয়া গিয়াছি। মহাশয়! আপনারা যান আমার যাওয়া হইবে না।

সম্পাদক। তবে আপনাদের কাহারও দেশ ছাড়িয়া যাওয়া মত নহে। আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব গবর্ণর জেনারেলের নিকট আর একখানি আবেদন করা।

সর্ব্ব বাদী সম্মত,

সম্পাদক। তৃতীয় প্রস্তাব। আমার বিবেচনায় মকর্দ্দমার ব্যয়ের নিমিত্ত মিয়ার সাহেবকে কিছু টাকা চাঁদা তুলিয়া দেওয়া উচিত।

জ্যেষ্ঠ মিয়ার উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন এ অতি উত্তম প্রস্তাব। এরূপ যদি হয় তাহা হইলে আর ফাটকে যাওয়া অপমান কি। ইহা যদি আপনারা করেন তাহা হইলে আমার এক ভাই ফাটকে গিয়াছেন আমরা আর তিন ভাই ফাটকে যাইতে প্রস্তুত আছি। আমরা তিন ভাই কেন? আমার আত্মীয় বান্ধব সকলে ফাটকে যাইতে সম্মত আছেন।

চর্ম্মকার সাহেব, শূকর সাহেব, যণ্ডা সাহেব, ভেড়ার ছানা সাহেব সকলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিয়া উঠিলেন, ইহা যদি হয় তাহা হইলে মিয়ার সাহেবেরা একা কেন? আমরাও ফাটকে যাইব। এই প্রস্তাবে সভ্যমাত্রে “আমি যাইব আমি যাইব” বলিয়া উঠিলেন। এবং তাহাদের মধ্যে এত উৎসাহ ও উল্লাস হইয়া উঠিল যে সকলে “আমি যাবো আমি যাবোরে আমি ফাটকে যাবো, হায়রে মজা দশ হাজার টাকা ত্রেলাল ত্রেলাল ত্রেলাল” বলিয়া গান ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ইংলিশম্যানের সম্পাদক বলিয়া উঠিলেন আমার কিন্তু উহার দশস্বরা ত্রেলাল ত্রেলাল, ত্রেলাল বলিয়া নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন। সভায় ভয়ানক গোল হইয়া উঠিল এবং পোলিস আসিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিল।

মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত গবরণর জেনারেল বাহাদুর মহিমার্ণবেষু।

নিম্ন স্বাক্ষরকারী ইংরাজগণের করপুটে নিবেদন যে নিম্নোক্ত হেতুবাদে

জিরান্ডমিয়ার সাহেবকে কারা মুক্তি দিতে আজ্ঞা হয়।

(১) যে হেতু যশোহরের মাজিষ্ট্রেট্ স্মিথ সাহেব মিয়ারকে অন্যায় করিয়া দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন কারণ বাঙ্গালিরা পাজি, পামর, পদার্থহীন, পর অনিষ্টকারী, পরবশ, পলাসি যুদ্ধে পরাজিত, পদ শূন্য, পাগল, পক্ষপাতী, পদানত ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২) যে হেতু হাইকোর্টের জজেরা আপীলে অবিচার করিয়াছেন কারণ বাঙ্গালিরা ছোটোলোক, ছ্যাঁচড়া, ছদ্মবেশী, শ্রীবিহীন, ছানাবড়া খায়, ছাগল, ছাড়ান্ত লক্ষ্মীযুক্ত, ছেঁড়া কাপড় পরিধান ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৩) যে হেতু লেপ্টেনেন্ট গবরণর মিয়ারকে কারা হইতে মুক্তির আজ্ঞা না দিয়া অন্যায় করিয়াছেন কারণ বাঙ্গালিরা, মিথ্যাবাদী, মিথ্যাচারী, মুমূর্ষান্বিত মর্কট, মুচি, মজুর, মৎস্য আহারী, মোজা জুতার জুতা খোর, মকর্দ্দমা বাজ মোশনকারী, মুরব্বি বিহীন, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৪) যে হেতু মিয়ার সাহেবের সঙ্গে আর এক ব্যক্তি ফাটকে যায়, যশোহরের জজ তাহাকে খালাস দিয়াছেন অতএব মিয়ার সাহেব নিরপরাধী বিশেষতঃ যে স্থলে বাঙ্গালিরা কাল, কুচ্ছিত, কদাকার, কৃতঘ্ন, কম জোরী, কাপড় পরে, কর্ম্ম করে, কথায় কথায় কারণ দেখায়, কর্কশ ভাষী, কোমল শরিরী কথায় কথায় কাঁদে, কুক্কুর, কুষণ্ড, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৫) মিয়ার বালক আবার এদেশীয়কে মারিয়াছে, হুজুর দয়া করিয়া খালাস দিলে সুবিচার হইবে বিশেষতঃ বাঙ্গালিরা জালেম, জুয়াচোর জবরদস্তী, জাল খোর, জুলম প্রিয়, জুতা খেকো, জানোয়ার, জঘন্য, জমীদার, জাহান্নবে যায়, জাত্যাভিমানী, জিঘাংসা প্রিয়, জিগীসাপ্রিয়, জ্ঞানশূন্য, যমের সহোদর।

সর্ব্ব শেষে আমরা অতিশয় বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে বাঙ্গালিরা মিথ্যাবাদী ছোটোলোক, বিয়াদব, মিথ্যা অভিমানী, ইংরাজি পড়ে, বিলাত যায়, সম্বাদ পত্র প্রকাশ করে, আমাদিগকে মান্য করে না, নীল করে না, ইংলিশ ম্যান না লইয়া হিন্দু পেট্রিয়ট অমৃত বাজার প্রভৃতি গ্রহণ করে, আমাদের সেলাম করে না, যাহা তাহাই করিতে দেয় না, বদমাইশ, আবার অদ্যাপি কেহ কেহ গাড়ী ঘোড়া চড়ে অনায়াসে যেতে পারে অতএব এ সমুদয় হেতুবাদ দেখিলে গবরণর জেনারেল বাহাদুরের প্রতীয়মান হইবে যে, মিয়ার সাহেব নিরপরাধী এবং তাহাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করা বর্ত্তব্য।

দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর।

মেং, শূকর, বি মেষ সাবক
নি, জেলে সি, দর্জি
এম, চর্ম্মকার এম, ছুতার
ডি, কর্ম্মকার, পি, কুক্কুর, এম ঘণ্টা
বি, ষণ্ড এম, বিড়াল, টি, জমিন
সি, নেকড়ে ব্যাঘ্র, ভিদ বগনেস, এম, গুল্‌ক্
এস, আবৃত, জি নাপিত, এম সামান্য
টি, কর্দ্দম, সি, ধুবা, জি রাত্র
পি, উদর, এম, বাবুর্চি পি, কেরাণী
এম, তালা, টি খানসামা, এম, জোঁক
ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি

পুরাণ ইয়ারদ্বয়ের সম্মিলন।

আমাদিগকে পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে "শিবের অনুচর নন্দী ভৃঙ্গি, কৃষ্ণের অনুচর সুদাম, ছিদাম, রামের অনুচর নল, নীল, গয় গবাক্ষ, আপনি বঙ্গদর্শনের নিকট কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুচর ভেক নৃত্য করিতেছে, লিখিয়াছেন এ অনুচর ভেক গুলি কে?" এ অনুচর গুলি মহাপ্রভু রাম প্রভৃতির অনুচর অপেক্ষা সামান্য ব্যক্তি নন। ইহার দুই জন জাগ্রত হইয়াছেন। এবং অপর সকলে সত্বর জাগ্রত হইবেন। এই দুইজনের নাম "সাধারণী" ও "ভ্রমর।"

দুই জন রসিকনাগর কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর (যিনি বঙ্গদর্শনে লিখেন) তাহার সহিত আমার বাল্যকালের প্রণয়। তিনি রসিক নাগর, আমিও রসিক চূড়ামণি। কাজেই দুইজনে ছেলে বেলা হইতে ভারি প্রণয়। তবে কমলাকান্তের ছেলে বেলা একটু বদ খেয়াল ছিল। সুতরাং যে রূপ হইয়া থাকে, আগে এ রোগ তার পর ওরোগ এই রূপ নানা রোগ হইয়া শেষে বেতো হয়। বাতের নিমিত্ত তিনি আফিং খান। আমাকে আফিং ধরাইবার অনেক যত্ন করেন। আমি পালাইয়া পালাইয়া এত দিন বেঁচে ছিলাম, এবার বড় পাকড়া পড়িছি। উত্তর পাড়ার একটা ভারি শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার সেখানে নিমন্ত্রণ হয়। বাড়ি আসিবার সময় গাড়ি পেলেম না। কোথায় যাই; ইহার মধ্যে কমলাকান্তের সঙ্গে দেখা। আমাকে ধ'রে বাড়ি লইয়া গেলেন। অনেক দিনের পর দেখা, কমলাকান্ত ভারি যত্ন করিলেন। শেষে হাত ধরিয়া বলিলেন, ভাই আমার একটা অনুরোধ রাখিতে হইবে। আমার মাথা খাও এই আফিং টুকু তোমাকে খেতে হবে। আমি কি করি। হাত ছাড়াতে পারিলাম না। আমাদের শাস্ত্রে সুকর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম সকল বিষয়ের ব্যবস্থা আছে। আমি শাস্ত্রমতে আফিংটুকু খেয়ে ফেলিলাম। খানিক

পরে ক্রমেই নেসা ধরিয়া আসিতে লাগিল। খানিক পরে কমলাকান্ত বলিয়া উঠলেন "ভাই বসন্তক দেখছোত কি চমৎকার বাজার।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ভাই বাজার কোথায়। কমলাকান্ত বলিলেন (দেখ্‌ছ না ?) আমি বলিলাম না। "ভাল করে দেখ" "ভাই আমি কিছু দেখিতেছি না" ইহা শুনিয়া কমলাকান্ত আমাকে দুই ধমক লাগাইয়া দিলেন। তাড়া খেয়ে আমার ভেবা চেকা লাগিয়া গেল। আমি বলিলাম "তাইত দিব্য বাজার। এ কিসের বাজার।" কমলাকান্ত বলিলেন "সে আবার কি।" "কেন দেখ্‌ছ না মেছনীরা রূপের বাজারে কেমন মৎস্য বিক্রয় করিতেছ" সে কি ? কমলাকান্ত আবার দুই তাড়া লাগাইয়া দিলেন। আমি ভয়ে আর কথা বলিলাম না। শেষে কমলাকান্তের মন খুলে গেল। তিনি জেলেনী হইয়া খরিদার ডাকিতে লাগিলেন "মাছ নেবেগো, ধন সাগরের মিঠা মাছ সোণার হাড়িতে চক্ষের জলে সিদ্ধ করিয়া হৃদয় আগুণে কড়া জাল দিয়া রান্ধিতে হয়।" হীরার কাঁটা নাতীবাঁটা এইরূপ প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম ওহে ভাই ওরূপ অর্থ শূন্য কি বোকছো। কমলাকান্ত চোক গরম করিয়া উঠিয়াছে আমি অম্নি চুপ করিয়া রহিলাম। শেষে আমারও নেসা ক্রমে জাঁকিয়া উঠিল, তখন কমলাকান্তের ন্যায় আমিও রূপের বাজার দেখিতে লাগলাম। শেষে কমলাকান্ত রূপের বাজার ছাড়াইয়া গেলেন আমি একটু পিছনে পড়িয়া দেখি, ধনসাগরের ও কুল সাগরের মৎস্যের মধ্যে এক জন রসিক বসিয়া আছেন। খাসা শান্তিপুরের ধুতি পরা, গায়ে একটা ক্রেপের জামা, জামাতে ঘড়ীর চেন ঝুল্‌ছে, দশ অঙ্গুলে দশটি আংটি জেলেনীদের সঙ্গে রস রঙ্গ করিতেছেন, আর আল্‌বোলাতে তামাক খাইতেছেন, আল্‌বোলাটা কখন "খুড়্‌খুড়্‌" করিতেছে কিন্তু অনেক সময় জেঠা, জেঠা করিতেছে। তার পরে গেলাম বিদ্যার বাজারে, সেখানে গেলে কমলাকান্তের গা ধরিয়া ঝাঁকিয়া বলিলাম ওহে আবার কি করিতে লাগিলে। তুমি কি পাগল হইয়াছ। বিদ্যার বাজারে নারিকেল সে আবার কি ? কমলাকান্ত আবার চোক গরম করিয়া উঠিলেন। আমি ওমনি ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়িলাম। যে ভয়ে জড়সড় হইয়াছি আর অম্নি নেসার আমাকে অবিভূত করিল। আমি বিদ্যার বাজার দেখিতে লাগিলাম। কমলাকান্ত ক্রমাগত পদার্থ অপদার্থ নত্ব, সত্ব, কত কথাই বলিলেন, তাহার মাথা মুণ্ড কি করবেন তাহা তিনিই জানেন না। তিনি চলিয়া গে-

লেন, আমি আবার পিছনে পড়িলাম। দেখি একজন যুবা ঘরে কবাট বন্দ করিয়া কি করিতেছেন। আমার উহাকে দেখিবার জন্য কৌতুক হইল। জানালার দ্বার দিয়া উঁকি মারিতে লাগিলাম। শেষে চস্মা চক্ষে দিলাম। মধ্যে দেখি একজন যুবা ইংরাজী এক খানি পুস্তক হইতে চুরি করিয়া কি লিখিতেছেন। আর চারিদিগে তাকাইতেছেন। কোন্‌দিকে শব্দ হইলে অম্নি তাড়াতাড়ি ইংরাজী বহি খানা বাক্‌সে বন্দ করিতেছেন। ইংরাজী বহি খানির নাম কি তাহা জানিতে পারিলাম না। কিন্তু পুস্তকের প্রায় পাতে পাতে ছবি আছে। শেষ কালে যেরূপ হইয়া থাকে, আমার একটু কাশি এল, আমি কাশিয়া উঠিয়াছি আর ঐ যুবকটী তাড়া তাড়ি বহি খানি ঢাকিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া আমাকে দুই তাড়া দিয়া উঠিয়াছেন। আমি ভয়ে বলিলাম বাপু আমি গরিব ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর জন্য খান কয়েক পুস্তক ক্রয় করিব, তাহাই আপনার দোকানে এসেছি। যুবক বলিলেন আমার দোকানেতে আর কিছু নাই কেবল নবেল আছে। আমি বলিলাম আমাকে তাহাই দিন। যুবক বলিলেন শুনুন ঠাকুর এখন ছেলে পিলে রেনলডের নবেল পড়ে এবং এ নবেল বড় জঘণ্য, ইহা ভদ্র লোকের পড়া কর্ত্তব্য নহে। আমি সেই নিমিত্ত ভাল নবেল অনেক লিখিয়াছি, তুমি লইয়া যাও। আপনার কেহ যেন রেনলডের নবেল পড়ে না। আমি বলিলাম বাপু হে সে পুস্তক গুলা কেমন, যুবা বলিলেন তাহার পাতে পাতে ছবি আমি মনে মনে ভাবিলাম তাহা বটে, তাহা হলে যে তুমি ধরা পড়। তাহার পর আর এক বাজারে উপস্থিত। কমলাকান্ত ভায়া ক্রমে নেসায় অবসন্ন হইয়া আসিলেন। কি বকেন কি কন, তাহার কথা বার্ত্তা শুনিয়া আমার ভয় হইল পাছে তিনি খেপে উঠেন মুষ্টিযোগ, জন বিয়োগ নিয়োগ প্রভৃতি কত কথা বলিলেন তাহা আমার স্মরণ নাই। মধু কান মরিয়া যাওয়ায় ভেবে ছিলাম যে অনুপ্রাসের হাত হইতে বুঝি জগত রক্ষা হল কিন্তু আবার সেই উৎপাত দেখিয়া আমার ভয় উপস্থিত হইল খানিক পরে কমলাকান্ত আমাকে বলিলেন ঐ দেখ প্রাকটিকাল সাইন্‌স্। আমি দেখি এক জন যুবা ইংরাজিতে কি বলিতেছেন আর এক জন সাহেব তাহাকে ঘুসাইতেছেন আর তিনি বলিলেন সাহেব তুমি আমাকে ইনসল্ট করিলে। ওহে বসন্তক ঐ দেখ মুষ্টিযোগ, তুমি ভেবেছিলে আমি কি বল্‌ছি ঐ দেখ। আমার ইহা দেখিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। আমি ভাবিলাম বঙ্গ দর্শনের বিজ্ঞ সম্পাদক

কি ইহা কখন দেখেছেন কমলাকান্ত বলিলেন, খুব দেখেছেন। তিনি যাহা দেখেছেন উহা আমিও দেখি নাই তুমিও দেখ নাই। আমি শুনিয়া অবাক হইয়া ভাবিলাম তবে বঙ্গ দর্শনের সম্পাদক ভারি বহুদর্শী। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম কমলাকান্ত বকতে লাগলেন।

দুর্গোৎসব।

দুর্গোৎসবটি আমাদের দেশের উৎসবের রাজা; যদিও উৎসবটি তিন দিন মাত্র স্থায়ী তথাপি ইহার আমোদ আগা গোড়ায়, ভাদ্রমাসের ১৫ তারিখ থেকে স্থরু হয় ও কার্ত্তিকের ১৫ তারিখে ছিন্ন ভেন্নরে, দেশ বিদেশের সকল লোকেই এ উৎসবটিকে জানেন ও ইহার আমোদ ভোগ করেন কিন্তু বিদেশস্থ সভ্যগণ নিজ সহরের কারখানাটা জানতে পারেন না। এই জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট দুর্গোৎসবের একখানা চিত্র দিতেছি।

ভাদ্রমাসের ১৫ দিন যেতে না যেতেই দুর্গোৎসবের আমোদ স্থরু হয়—সদাগর সাহেবগণ এর পাগড়ি ওর মাথায়দে হুড়মুড়িয়ে সাটিন, গাজ, মখমল, ধুতি, চাদর আমদানি করে ফেলেন আর দোকানদারেরা দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজার চাউলের জন্য হামড়া কামড়ির ধরণেগে সেই সমস্ত কিনেনে দোকান সাজায়ে বসে। বড়বড় রোজকেরে বাবুরা গিন্নির গহনা গড়াবার সোণা কিনিতে বেরোন; ধনাঢ্য হোমরা চোমরারা ভাল ভাল জরির সাটিন, ফুলদার মখমলের জামা কর্ত্তেছেন, স্থদখোর বাবুরা নূতন আভাঙ্গা কাপ্তেন বাবুর তল্লাশ কর্ত্তে থাকেন; বাড়ীর কর্ত্তারা বাড়ি মেরামত ও রং টংদে জলজলাট করবার উদ্যোগে লাগেন; বড় বড় লম্বাটিকি ও কপালে হাড়িকাট কাটা অধ্যাপকেরা বার্ষিক সাধতে বেরোন; ছোট ছোট ছেলেরা নিত্য চণ্ডিদালানে ঠাকুর গড়া দেখতে থাকে। এই রূপে পূজা ক্রমে নিকট হয়ে আসে সহরে পূজা পূজা ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না; বাজার হাট ও দোকান সকলের যেন নবকলেবর হয়ে উঠে—এদিকে ঢাকাই, উদিকে সাটিন, সেদিকে ডাকের সাজ, ওদিকে কাপড়, ইদিকে মসলা, জিনিসে জিনিসে ছয়লাপ, সন্ধ্যার পর বড়বড় রাস্তায় দোপটি যাত্রাওলাদের আখড়া দেওয়া আরম্ভ হয়, দোধারি পাড়াগেঁয়ে বাঙ্গালেরা ঢোলের চাঁটীও "তুমতানা নানা তুমতানা নানা না তা শুনতে লেগেছে, বড় মানসের বাড়িতে যাত্রার মহলা হতে লেগেছে; ছেলেরা আমোদ ক'রে সংদেখছে ও নিতান্ত ছোট ছোট গুলি সঙ্গের মুখে চুনকালি দেখে ভয়ে ঝির কোলে গে মুখ লুকাচ্ছে।

ক্রমে পূজা নিকট, জলের মত সময় কেটে যাচ্ছে, চতুর্থী এসে পড়লো চাকরে বিদেশী কেরাণীরা আজ ছুটি পাবেন কিন্তু ছুটি আর হয় না, বাতি জেলেও কায হচ্ছে, করেন কি বিকারী রোগিরা শয্যাকণ্টকীতে যেরূপ ছটফট করে সেইরূপ ছটফট কচ্চেন কি সর্ব্বনাশ আজ হলো চতুর্থী এখনো গিন্নীর শাটী মিশি, মাথাঘশা, চুলবাঁধা জরি খরিদ হয়নি; করেন কি চারা নাই! অনেক কষ্টের পর রাত ৭॥ টার সময় আপিসের বড় সাহেব মাহিনা বাঁটতে লাগলেন ও সঙ্গে সঙ্গে এনামদিতে লাগলেন। আহা এখন আর কেরাণী ভায়াদের মুখে হাঁসি ধরে না, সম্বৎসরের "ইষ্টুপিড" "ড্যাম" "রাসকেল" &c. &c. ঘুসো, লাথি সব ভুলে গেলেন; দুহাত তুলে "জয় হুজুরের জয়" ব'লে বগল বাজায়ে আপিস থেকে বেরিয়ে আগুন খাকির মতগে বাজারে প'ড়লেন; ঠাকরুণের তব্বিদাটী হ'ক না হ'ক গিন্নীর ঢাকাই গুল বাহার, চিনের সিঁদুর, বেলওয়ারী চুড়ি,ম্যাকেসার অয়েল কিনতেই ব্যতিব্যস্ত হলেন, ক্রমে রাত দুই প্রহর পর্য্যন্ত লাঠিমের মত ঘুরে ঘুরে বাজার কোরে বাঁসায়গে বুচকি বাচ্কা বাধ্‌তে লাগ্‌লেন। আজ আর চক্ষে ঘুম নাই—"কতক্ষণে প্রভাত হয় কতক্ষণে প্রভাত হয়" মনে তোলাপাড়া কর্ত্তে লাগলেন ও কীচকের ন্যায় ব্যগ্র হ'য়ে বার বার আকাশের দিকে উকি মার্‌তে লাগ্‌লেন শেষে পঞ্চমীর প্রভাত উদয় হলো, কাক গুলোর কাকা রব শুনেই বাড়ী মুখো চাকরেরা একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পেলে—তাড়াতাড়িতল্‌পিতাল্‌পানে বের হ'লেন কিন্তু মানিনী কামিনীর ন্যায় আকাশটার গোমড়া মুখ দেখেই আক্কেল গুড়ুম—কি করেঁন "উষার মাথায় দিয়ে পা যেথা ইচ্ছা চলে যা" খোনার বচনটা স্মরণ ক'রে বেরিয়ে প'ড়লেন কিন্তু আমার মতে আকাশের মূর্ত্তি দেখে খোনার বচন স্মরণ না ক'রে "দিনানি গণয়েৎকান্তা দিনানি গণয়েৎ যম। নজানেহং ভবানন্দ প্রাকৃষামি কস্থ মন্দিরং॥" মনে করা উচিত ছিল।

দুর্ভিক্ষ।

এতদিনের পর দুর্ভিক্ষের ইতি গাওয়া হলো,এখন ৩॥০ দরে খরিদ করা চাল ১॥০ টাকা দরে ও ৫২ টাকা দরের স্থলে ১২ টাকা দরে বিক্রি হলো কিন্তু এও লোকের মনের (যদিও গরমি নাই তথাপি সাবেক গরমির দং) ভাপেই হ'য়েছে। বার আনাতে চাল বিক্রি হবে। পূর্ব্বে আমাদের অনেকেই অর্ব্বাচীন ব'লে মনে ক'রে ছিলেন কিন্তু আজ

কাল এক এক সেলে ৫ লক্ষ ৭ লক্ষ মোন চাল বিক্রীর বিজ্ঞাপন একসচেঞ্জ গেজেটে দেখে সে ভাবটা গেছে, এখন ভাবছেন যে পেটমোটা বামুণটা ব'লে ছিল ভাল। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে একা কলিকাতা হইতে ৬৪৩৩৫৯০ মোন চাল রপ্তানি হয় আর এবৎসর ২৭৬৩৩ ২১ মোন হয়েছে কিন্তু এটা একদিনে হয় নাই দিন দিন ঠাওর পাওয়া গেছে-লো তবু যে কেন হাঁপাহাঁপি ক'রে গভর্মেণ্টে দেশবিদেশ থেকে চাল এনে ছিলেন মিত্রজা হাচাল যো চালের স্বপ্ন দেখেছিলেন, ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ঢাক কাঁদে ক'রে ছুর্ভিক্ষের ঢেডরা পিটেছিলেন ও সম্পাদক ভায়ারা রপ্তানি বন্ধ ও অজন্মা ক'রে খেপেছিছিলেন তা বোঝা যায় না। যাঁরা ছুর্ভিক্ষের গোঁড়া ছিলেন ও যাঁরা রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন অথবা যাঁদের "নিদেম গামছাখানা" পটেছে তাঁরা ব'লছেন "বাহবা বাহবা কি নির্ব্বিঘ্নেই ছুর্ভিক্ষটা এড়ান হলো" আর যাঁরা দশহাজার পাঁচহাজার চাঁদা দেছেলেন তাঁরা যা ক'চ্ছেন তাহা একটী গল্প ব'লে বোঝাতে হলো। একজন পাড়াগেয়ে লোহকার গ্রামস্থ লোকের কাছে মিস্ত্রীপনার বাহাদুরী দেখাবার মনে অনেক কষ্টে একটি পিস্তল বানায় এবং সভার মাঝে বাহবা প্রাপ্তি পাবার জন্য বারওয়ারীতলায় সেই পিস্তলে আট অঙ্গুলি পরিমাণে বারুদ গেদে আগুণ দেন—যে আওয়াজ হওয়া অমনি মিস্ত্রীর পিস্তলের নলটী তার ছুইটি অঙ্গুলি দোষরনে উড়ে যায়, কিন্তু মিস্ত্রী অমনি হাতের জ্বালায় ও লোক লজ্জার খাতিরে "হা সাবাস হা সাবাস" বলে নেচে উঠে। চাঁদা দাতাগণকেও সেইরূপ "হা সাবাস" ব'লতে হচ্চে। যাহা হউক ৫ ক্রোটী টাকার এষ্টিমেট ছাড়ায়ে ৬ ক্রোটী টাকাতো খরচ হ'য়ে গেল কিন্তু ইণ্ডেণ্ট দেয়া খেতাব গুলি এখনো না পঁউছানতে অনেকের শয্যাকণ্টকী হ'য়েছে; তাতে আবার ২৫৷৩০ লক্ষটাকা স্থদ কোথা থেকে আসে ও কে দেয় এইনে মহা আন্দোলন হচ্ছে। যে নেবার সে নেগ্যালো এখন দেবার বেলাই ধরপাকড়! ছুর্ভিক্ষ বহনকারী জমীদারগণের ও প্রজার ঘাড়দেই যাবে। এ চুরির পুলিসের দ্বারা তদারকের মত হলেই চক্ষু স্থিরহতে হবে।

বিজ্ঞাপন।

পাঠকগণ আপনারা আমার গরহাজীরীতে বড় ব্যস্ত হ'য়েছেন, মনে ক'রেছেন বুঝি আপনকারদিগের কিঞ্চিৎ নিয়ে ষটকে পো'ড়লেম কিন্তু সেটা ভাবা ভাল হয়নি যেহেতু আমি বার বার ব'লেছি যে আমি সেরূপ লোভী নহি

বরাবরের বৃত্তি যা আছে তাহাতে জয়রাধে বোলে দাঁড়ালেই উদর পূরণ হতে পারে তবে সকল দোর থেয়ে রাখলে আখেরে কি হবে? তবে কেবল বড় বড় লোকের দেখা শুনাতে আমোদ পাই ব'লে এইরূপে দ্বারেদ্বারে বেড়াই। তবে যদি বলেন এবার এতদেরী হলো কেন? তার উত্তরে এই মাত্র বলি যে পূজার সময় বাসন্তিকার মিশি, সিঁদুর মাথাঘশা, ঘুনশী, সাটি, "বার সতের" খরিদ কর্ত্তে ব্যস্ত ছিলাম (ন্যায় অন্যায় বিচারের ভারটা যেন দ্বিতীয় তৃতীয় পক্ষের সংসার গ্রাহীদের দেন) আর পোড়া ছাপাখানার বামুণ কম্পোজিটর গুলোকে কাটনাকাটা কড়িতে আধাছানার মণ্ডা, নূতন গুড়ের মুয়া, সুপক্ক চাটিমকলা প্রভৃতি খাওয়াইয়া ভুলায়ে রেখেছিল ছাড়ান পায়নি। কাযেই আমি হাত পা বন্ধ হয়ে কুমড়া গড়াগড়ি যাচ্ছিলেম আর মনে মনে ভাবছিলেম, যে পাঠকগণ বড় রাগ ক'রলে ব'লবো মহাশয়েরা স্থির হও এই আমার নূতন তামাসা দেখুন।" আর পাঠকগণ গাল মন্দ দিবেন না যেহেতু আমাকে মূর্খ, গাধা, অলস, অনডড়ান বলবার অগ্রে মনে ক'রবেন যে বড় তাড়া হুড়ো ক'র্লেই আমি ব'লে ফেলবো "আমি আপনাদেরী সভাসদ।" এ কথাটা যে বড় সহজ নয় তা একটি গল্প ব'লে বুঝাই—এক রাজা তাঁহার ভাঁড়কে গরহাজিরী জন্য বড় তম্বি করাতে ভাঁড় বলিল "খোদাবন্দ আজ নকল ক'রে সব অকুলান পুরাব" ও সভা বসিলে এক বহু দীর্ঘ বস্ত্রের পাগ বেঁধে উপস্থিত হ'য়ে বড় ব্যগ্রভাবে "ধর্ম্মঅবতায় এক বার ধরুন একবার ধরুন" ব'লে পগগটি ক্রমে সকলকে ধরালে, এমন সময় তার উত্তরসাধক এসেই ভাঁড়কে ঘাকতক প্রহার ক'রে বললে "আরে ধোবা তোর গাধা কোথা" ভাঁড় পাগের এক খুটধ'রে সভয়ে উত্তর করিল "এই সব রয়েছে।"

বসন্তক সম্বন্ধীয় নিয়ম।

১। প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে বসন্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

২। ইহার মূল্য ডাকমাসুল সমেত বিদেশীয় বার্ষিক ৩৷৵০; দেশীয় অগ্রিম ৩ টাকা, মাসিক ৷৹ আনা।

৩। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বসন্তক বিদেশে প্রেরিত হয় না। অগ্রিম মূল্য স্বরূপ প্রেরিত ডাক ষ্ট্যাম্প হইতে টাকা প্রতি বিক্রয়ের খরচা হিসাবে /০ আনা গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা ৩৷/০ পাঠাইবেন, তাঁহারা ৩৷৵০ আনার প্রাপ্তি স্বীকার পাইবেন।

৪। বসন্তকের সম্বন্ধী পত্রাদি কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নম্বর সুচারু যন্ত্রালয়ে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিতব্য।

৫। বসন্তকে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতিপংক্তি ।০ আনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু চারিবারের পর হইতে ৵০ গৃহীত হয়।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত	বাবু	যদুনাথ ঘোষ, নাগাহিলস,	১॥৵০
"	"	সুরেন্দ্রকুমার মিত্র ...	১
"	"	বরদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২
"	"	নীলমাধব দাস, ...	১
"	"	কেদারনাথ দাস, ..	১
"	"	ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩
"	"	গোঁসাইদাস কুণ্ডু ...	৩
"	"	ঈশ্বরচন্দ্র বসাক ...	৩
"	"	চণ্ডীচরণ মিত্র ..	৩
"	"	জগদীশনাথ রায় ...	৩
"	"	শিবচন্দ্র সরকার কিরণহাট	৩।৵০
"	"	কেশবচন্দ্র ঘটক জলপাইগুড়ি	৩।৵০
"	"	প্রসন্নচন্দ্র সান্যাল মুক্তাগাচা	৩।৵০
"	"	হৃসিংহচরণ নন্দী ..	৩
"	"	জামালউদ্দিন আহম্মদ গোহাটী ..	৩।৵০
"	"	চন্দ্রচন্দ্র ধর ..	১॥০
"	"	হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	২
"	"	রাধাপ্রসাদ বসাক ...	১
"	"	শশিভূষণ বিশ্বাস ...	১
"	"	কেশবচন্দ্র দাস ..	২
"	"	গিরিশচন্দ্র দাস ...	১॥০
"	"	সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১।০
"	"	রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১
"	"	গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	২
"	"	উমেশচন্দ্র বসু ...	১॥০
"	"	উমেশচন্দ্র মিত্র ...	১
"	"	ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ..	২
"	"	গোপালকৃষ্ণ গোস্বামী ..	১
"	"	উমাচরণ মিত্র ...	১॥০
"	"	হরেকৃষ্ণ আঢ্য ..	১
"	"	ক্ষেত্রলাল মল্লিক ...	২
"	"	হরলাল রায় ..	১॥০
"	"	পুন্নিলাল লালা ..	১॥০
"	"	তিনকড়ি দে ...	১
"	"	জগচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী ..	১
"	"	ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ..	৩
"	"	যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ...	৩
"	"	সারদাপ্রসাদ মিত্র ...	৩
"	"	মহেশচন্দ্র চৌধুরী ..	৩
"	"	বিশ্বনাথ বসু ...	৩
"	"	রামহৃদয় সান্যাল ..	৩
"	"	মাধবকৃষ্ণ সেট ..	৩
"	"	শ্যামলাল বসু ..	৩
"	"	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩
"	"	মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ..	৩
"	"	প্রসাদ দাস ...	৩
"	"	বিনোদবিহারী মল্লিক ...	৩
"	"	বেণীমাধব গুহো ...	৩
"	"	লালমোহন পাল ..	৩
"	"	কৃষ্ণচন্দ্র সরকার ..	৩
"	"	কেশবলাল মল্লিক ..	৩
"	"	যদুলাল মল্লিক ...	৩
"	"	তুলসীদাস মল্লিক ..	৩
"	"	মদনমোহন হালদার ..	৩
"	"	এম্ ডিসোজা ..	৩
"	"	সাণ্ডার্স	৩
"	"	ক্ষীরোদকুমার দত্ত ...	৩
"	"	ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ..	৩
"	"	নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ...	৩
"	"	ক্ষেত্রমোহন দত্ত ..	৩
"		শ্যামলাল পাল ...	৩

কলিকাতা, চিতপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীয়ু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তকেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

দশম সংখ্যা।

ডাকমাস্থল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩৸৵ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩্ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৷০ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

শারদীয়া পূজা।

নূতন পঞ্জিকায় লিখিয়াছে এ বৎসর শারদা নাকি অশ্ব পৃষ্ঠে আগমন করিবেন। কি সর্ব্বনাশ! সেকেলে বুড়া গুলো এখনকার নব্যসম্প্রদায় যুবতীগণের গাড়ি চড়াতে বড় নাক শিট্কাতেন এখন কি করিবেন বলুন দেখিন? একেবারে ঘোড়ার পিঠে! "জিনিই রক্ষক তিনিই ভক্ষক" হোলে কি রক্ষা আছে। পঞ্জিকাকারদিগের এ কথাটী লেখা ভাল হয় নাই; আর শারদার কি এই কাজ! তিনি কোথায় বঙ্গ-মহিলাচয়ের উপমাস্থল, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা শক্তি রূপা।—ঘোড়ার পিঠে! এতদিনের সিংহ কি অধঃপাতে গেল, এক্ষণে মার ভার কি এত গুরু হইয়াছে, যে কেহ এক্ষণে বহন করিতে পারে না? কি দুঃখ কি দুঃখ!

বিশেষতঃ শ্রবণ করিলাম যে ও পাড়ার সেনজাদের বৌমা নাকি ঐ কথা পাঠ করিয়া (এক্ষণে মেয়েরা ভাত রান্ধিতে পারুগ না পারুগ বোহি পড়িতে পারে) শশুরকে বলিয়াছেন এ বৎসর দেশে যাইতে হইলে তিনিও ঘোড়া "চেপে" যাবেন। কি সর্ব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ! আমার বাসন্তিকা যদি এক্ষণে ঘোড়া চেয়ে বসেন তো কি করিব। মনে করুন তাকেই যেন একটা কিনে দিলাম; তাহা হইলে তো আমাকেও ঘোড়া চোড়ে গড়ের মাঠে

হাওয়া খেতে হবে তার উপায় কি? আমাকে বয়কে? এক উচ্চৈঃশ্রবা আর শিবের নন্দ; ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবাকে দেবে কেন; আর শিবের ষাঁড়টী যদিও পাইলে পাওয়া যায় কিন্তুনিলে শিব কি চড়িয়া আসিবেন। এই সাত শতের ভেবে আমাদের বিশেষ সংবাদ দাতাকে পাঠাইতে স্থির করিলাম—ব্যাপার টা কি জেনে আসুক, একথা সত্য না পঞ্জিকাকারদের মেয়ে খ্যাপান কথা। গুড় ছড়ালে মাছির অভাব কি? তৎক্ষণাৎ আমাদের বিশেষ সংবাদ দাতা সুসজ্জ হইয়া উপস্থিত হইলেন; পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিতে পাইলে লোকে কি প্রকারে ভাঙ্গে চিত্র দর্শন করিলে বুঝিতে পারিবেন, পৃষ্ঠ দেশে শীত প্রদেশ জন্য পসমি পোষাকের ঘটাটা দেখিবেন।

এই বেশে চতুর্থীতে আমাদিগের নিকট বিদায় লয়েন, তৎপরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সংবাদদাতার লিখনমত নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

বিশেষ সংবাদ।

'মহাশয়ের নিকট অব্যাহতি পাইয়া দেখি যে পথে বড় কাদা, বৃষ্টিরও কসুর নাই, শীত করিতে লাগিল। মনে ভাবিলাম, এই স্থলেই এত শীত না জানি হিমালয় কি না হবে। পথের সম্বল ভাল করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

এই ভাবিতে ভাবিতে রাধাবাজারে গিয়া উপস্থিত— * * * *।

সে স্থল হইতে নির্গত হইয়া মনে করিলাম যে পোলতো একপ্রকার নির্ম্মাণ হইয়াছে, যদি অমনি পার হইতে পারি তো ফেরির পয়সা দিব কেন।

টক্ টক্ করিয়া সাহেবান চালে পোলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। একজন ভদ্রতর কেরাণিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ওহে বাপু স্মিথ্ সাহেব কোনখানে কাজ কোচ্ছেন?"

সে অবাক হইয়া উত্তর করিল, "স্মিথ্ সাহেব আবার কে।"

আমি বলিলাম "ওহে ঐ যে স্মিথ্ সাহেব যে উপারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।"

সে কহিল "তার নামতো স্মিথ্ নয় তার নাম জোন্স্।"

আমি গম্ভির স্বরে মস্তক নাড়িয়া কহিলাম "হাঁ হাঁ স্মিথ্ জোন্স্ বটে।"

সে কহিল আজ্ঞা "স্মিথ্ জোন্স্ তো নয়, এফ্ জোন্স।"

আমার কর্ম্ম উদ্ধার হইল নামটা জানা গেল "হুঁ হুঁ এক এফ্ জোন্স্।" বলিয়া পোল দিয়া চলিলাম। এফ্ জোন্সের দোহাই দিয়া অক্লেশে পার হইয়া পড়িলাম। পড়িয়া দেখি যে গাড়ি ছাড়ে, ছুটে গিয়া একখানা টিকিট্ কিনে গাড়ি

চোড়ে বসিলাম গাড়ি ভোষ ভোষ কোরে চলিল। * * * *

প্রভাত হয় এমত সময় বড় শীত করিতে লাগিল, অনুমান করিলাম যে হিমালয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, আমি যে পসমি পোষাক আনিয়াছিলাম তাহা পরিধান করিয়া চতুর্দ্দিগে অবলোকন করিতে লাগিলাম "কাকস্য পরিবেদন" কেহই নাই, কেবল শীত। উকি মারি ঝুঁকি মারি কিছুই নাই। মহা ভাবনা হইল, ভাবিতেছি এমত সময় ভোঁ ভোঁ গড়াগুম গড়াগুম শব্দ হইতে লাগিল, আমি চমকি ফিরিয়া দেখি যে আলোয় আলময়। উকি মারিয়া দেখি যে ঠিকানায় পৌঁছিয়াছি আর কে পায়, কাগজ পেন্‌সিল নিয়ে বসিলাম। বোম মহাদেব। গণেশ ভায়া গলায় মাদল বেন্ধে একলা কন্সর্ট ঢেঁকিচাড়া বাজাচ্ছেন, তবে নারদের দেওয়া বীণা, হাতি সুঁড়ে ভেপু আর মৃদঙ্গে যত দূর হোতে পারে—আমার বড় ভাল লাগলো না তবে দেবকর্ণ আমাদের কর্ণ সম নহে, গণেশই মহাদেবের বেণ্ড ও বেণ্ড্ মাষ্টার। কার্ত্তিক হোচ্ছেন কমাণ্ডর সুতরাং বুট্ পরিতে হয়। পোরে মহা ফপর দালালি কোরে বেড়াচ্ছেন, ফড়াক্ কোরে হেতা থেকে উড়ে হোতা হোতা থেকে উড়ে হেতা। জয়া সিংহকে সুসজ্জ করিয়া বসিয়া আছেন, নন্দী নন্দকে সাজাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, এমত সময় মহাদেব ঢুলিতে ঢুলিতে উপস্থিত হইলেন, অমনি নন্দী অগ্রসর হইয়া নিকটে গেলেন, নন্দীর স্কন্ধ ধরিয়া ষাঁড়ে গিয়া উঠিয়া বসিলেন।

বিজয়াকে বাটী থাকিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবেক, যাইতে পাইবেন না বিষণ্ণ বদনে শুভ যাত্রার নিমিত্ত এক লোটা সিদ্ধি লইয়া শিবের নিকট ধরিলেন।

মহাদেব যেমন হাতটী বাড়াইয়াছেন, অমনি ভগবতী লক্ষ্মী সরস্বতী সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাদেব ষাঁড়ারূঢ়, তাঁহাকে সিংহোপরি বসাইয়া কে দেয় দেখিয়া মনে রোষ হইল, কহিলেন "আমি যাব না।"

মহাদেব চমকাইয়া নয়ন উন্মিলন করিয়া ভগবতীর প্রতি চাহিলেন, সিদ্ধি পাত্র ধারণ করিতেছিলেন, যেতাকার হাত সেথায় রহিয়া গেল।

ভগবতী পুনশ্চ কহিলেন "দেখ দেখিন্, কোন যুগে একটা সিংহ দিয়েছেন, তাই চোড়ে আজও যেতে হবে, এক্ষণে বঙ্গের লোকেরা খেতে পাগ্ না পাগ্, গাড়ি ঘোড়াটী ভাল করে, আমি কি আবার অপমান হোতে যাব। ওঁর কি সিদ্ধি খেয়ে ঐ বুড়ো ষাঁড়টা পেলেই হোল। যাও আমি যাব না।"

নন্দ বুড়ো বলাতে লেজ উচ্চ ক-

রিয়া মস্তক নাড়িল। মহাদেব চমকিয়া কহিলেন "বটে, ভাল ঘোড়া চোড়ে! কে আচিস্ ডাক ইন্দির কে।"

যেমন এজেন্টের তলব পাইলে আমাদের দেশের রাজাদের প্রাণ উড়িয়া—যায় বুঝি—রাজ্য গেল রাজা খেতাব গেল বোধ হয়; তেমতি ইন্দ্রের বোধ হইল, হুকুত্তে ফুঁকুত্তে কৈলাসের দ্বারে যুতা রাখিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহাদেব কহিলেন" ওহে তোমার উচ্চৈঃশ্রবাকে চাই, বিবী—নমঃ বিষ্ণু কি লিখি—দেবী হাওয়া খেতে যাবেন।"

ইন্দ্রের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল বোধ হইল,

এক্ষণে সচী উচ্চৈঃশ্রবা চড়িয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। কি করেন যে আজ্ঞা "বলিয়া সচীর" নিকট উপস্থিত হইয়া মাথা চাপড়িয়া কহিলেন, যাঃ আমার এতদিনের রাজ্য গেল নয় উচ্চৈঃশ্রবাটীকে আজ দেও,

সচী বলিলেন "কেন কি হয়েচে! আমিতো উচ্চৈঃশ্রবা দিতে পারবো না, তা হোলে আমি কি চোড়ে যাবো।"

ইন্দ্র কহিলেন "খেপী এমন কথা বলিস্ নি, এক্ষুণি কাণ ধোরে রাজত্ব কেড়ে নেবে।

সচীর চক্ষে জল আসিল, অঞ্চল দিয়া পুঁছিতে পুঁছিতে কহিলেন।

"এমন রাজ্য থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।"

ইন্দ্র শীঘ্র শীঘ্র উচ্চৈঃশ্রবাকে সাজাইয়া উপস্থিত করিলেন। উচ্চৈঃশ্রবার পদ বৃদ্ধি হইল, মদ গর্ব্বে ঘাড় বেঁকাইয়া কদমি চালে চলিলেন।

ভগবতীর বদনে হাস্যের উদয় হইল, কৈলাস উল্লাসে কাঁপিল, দশদিক্ প্রভায় আলোকময় হইল, সূর্য্যদেব ম্লান হইলেন, বদন মেঘ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আমি বিভ্রাটে পড়িলাম, একে শীত বরফ তাতে নোনা জল, কাদার তাল পাকিয়ে গেলুম। এমত সময় কার্ত্তিকের ময়ূর যে আমাকে আড়ে আড়ে দেখিতেছিল, আমি বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারি নাই, বাদল পোকা ম'নে কোরে ছো মেরে নখে কোরে তুলিল। একবার কোরে তোলে আর ফেলে অস্থির হোয়ে পড়িলাম।

এমত সময় সকলে রওয়ানা হ'ল, উচ্চৈঃশ্রবার অহঙ্কারে আর ভুমে পা পড়ে না, নন্দর গায়ে লেজ মেরে চলিল। নন্দের রিষবোধ হইল, নন্দের একে বুড়া বলাতে মনে মনে মহাক্ষোভ জন্মিয়াছিল তাতে গাত্রে লেজ মারা, তাতে সে নিজে ষাঁড় গরুর বুদ্ধি—মার এক ঢুঁ—উচ্চৈঃশ্রবা পা ভেঙ্গে চীৎপাত—ভগবতী পড়িতে পড়িতে পব-

নকে স্মরণ করিলেন। ভোঁ ভোঁ শব্দে পবনরাজ দেবীর সাহায্যে উপস্থিত হইলেন। সকলে হাঁ কোরে নিকটে উপস্থিত হইল। কার্ত্তিক শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন; ময়ূর আমার পীঠের বোচকাটী ধোরেছিল; আমি বকলস খুলে দিলুম, ঝুপ কোরে পোড়ে গেলুম, উঠে দেখি যে, নন্দ খেপে পালায়, লেজটা আমার হাতের কাছে। আমাদের "মক্স করা আকুস টেল" আর যায় কোথায়, হাতে পায়ে ও দাঁতে কোরে ধরিলাম। নন্দ তো ভেগে পালাল; ধর ধর কোরে সকলে পেছনে ছুটিল। ভগবতী পবন বাহনে চলিলেন। ভোঁ ভোঁ শব্দে আমার তো গায়ের চামড়া উড়ে যেতে লাগিল।

মহাদেবের মহা আনন্দ নন্দীকে ডেকে বলিলেন, "কুছ ডর নেহি আচ্ছা যাতা।"

আমি দেখি মহা বিপদ, গতির বেগে আমার চামড়া অবধি উড়ে যায়। সাপে ছুঁচা ধরার মত ছাড়তেও পারি না গিলতে ও পারিনা——

এই অবধি সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন। তাহার পর আমরা বসিয়া আছি এমত সময় ওপাড়ার বাঁমা হাড়ি আসিয়া কহিল—মহাশয় আমার সর্ব্বনাশ হোয়েছে, আমার বাড়ির দরজায় কি এসে একটা পোড়েছে, আপনারা এসে দেখুন। আমরা ছুটাছুটি কোরে গিয়ে দেখি—চিনতে কি পারি, যেন একখানা কাঠ পোড়ে রোয়েছে; কত নাড়া ছাড়া করিলাম কিছুতেই কিছু হয় না, শেষ কিঞ্চিৎ ষ্টিমুলেণ্ট দিতে এই মাত্র বোল্লে "যে তোমাদের সংবাদ নন্দির সিদ্ধির ঝুলিতে আছে দেখেন্যাও গে।"

আমরা সপ্তমির দিবস নন্দির সিদ্ধির ঝুলি থেকে লইয়া উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশ করিলাম।

দুর্ভিক্ষের ল্যাজের খানিক।

পাটকগণ আমি আবার দুর্ভিক্ষের কথা কইতে গেলেই ব'লবেন "কি আপদ, এ দুর্ভিক্ষের কি ছেড় মরে না?" কিন্তু কি করি এ জেনেও আমি বিরাটরূপী দুর্ভিক্ষের কথা বলিতে নিবৃত্ত হইতে পারি না। সম্প্রতি ইংলিসম্যান-সম্পাদক ছোটকর্ত্তার প্রতি বড় নারাজ হইয়াছেন, তিনি বলেন যে ছোট হুজুর দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কার্য্য করণ জন্য যে সকল লোকের প্রশংসা করিয়াছেন তাহা অতি অন্যায়, যেহেতু তিনি মুড়ি মিছিরির ভেদ রাখেননি —যাঁরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ চরায়েছেন ও যাঁরা পেটে খেয়ে পিঠে স'য়েছেন তাঁহাদের সকলকেই একত্রে প্রশংসা করা হ'য়েছে। তা একথা তিনি ব'লতে পারেন, কেননা

কণ্ট্রাক্টি নে যাঁরা কায ক'রেছেন তাঁরা তো আপনার পেট পোরাতে কোরেছেন তাঁদের আবার প্রশংসা কিসের? বিধবার একাদশী করার জন্য প্রশংসা কে করে? যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে খেটেছেন তাঁদের প্রশংসা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সম্পাদক ভায়াকে আমি একটু রাগ থামিয়ে বাঙ্গালীর দশাটা দেখতে বলি। তিনি তো স্বার্থশূন্য ও স্বার্থবিশিষ্ট দুয়ের একরূপ প্রশংসা দেখে রেগে মচ্চেন পোড়াকপালে বাঙ্গালীর পোড়া ভাগ্যে যে তাও হয়নি। আহা! রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর, রাজা যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর অজচ্ছল টাকা (যাকে লোকে বলে রক্ত উঠা ধন) দান ও রেহাই দিয়া দুর্ভিক্ষে সাধারণের ও আপন আপন প্রজাগণের সাহায্য ক'রেছেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে ছোট কর্ত্তা এঁদের নামও উল্লেখ করেন নাই। এঁদের অপরাধটা কি? ঘরের টাকা বার কোরে দেয়া, না কণ্ট্রাক্ট না নেয়া? হায় হায়! আমরা রাম না হ'তে রামায়ণ গেয়েছিলাম, কবি গুরু বাল্মীকির আমাদের সঙ্গে তফাত কি? কেবল বাবা ভুল ক্রমে বাল্মীকি নাম দিতে বেল্লিক দিয়ে ছিলেন ব'লেই কি লোকে আমাদের কথা শুনেন নি? যাহোক সম্পাদক ভায়া একবার দেখুন যে বাঙ্গালীর কালামুখের কি গুণ; সাদামুখোরা সব লাকলিক লাভ ক'রেও প্রশংসার সাগরে সাঁতার দিতে লাগলেন, আর দশহাজার বিশহাজার টাকা দিয়েও বাঙ্গালীরা "ড্যাম নিগার" প্রভৃতি সুমিষ্ট কথা ভিন্ন আর কিছু শুনতে পেলেন না। এরূপ যে হবে তাহা পূর্ব্বেই আমরা জানতাম কেন না অদ্যাবধি বাঙ্গালীরা যেখানে কিছু দান দিয়াছেন তাহা সকলেরই ঘটনা ক্রমে "না দেবায় না ধর্ম্মায় গেছে"। তবু তো বাঙ্গালীর চোক ফুটলো না। আমরা পূর্ব্বে ব'লেছিলাম যে কেমিন উপলক্ষে কতকগুলি সি এস আই, রাজা, রায় বাহাদুর, বাহাদুর উপাধির জন্য ইণ্ডেণ্টে গেছে কিন্তু সে কাদের জন্য? যাঁরা নিঃস্বার্থ ভাবে দান ক'রেছেন তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ কি? বেল পাকলে কাগের যে সম্বন্ধ। সে গুলিতো রাঙ্গামুখ কিম্বা তাঁদের পোষ্যপুত্র না হ'লে শোভা পায় না। যাহ'ক এখন বাঙ্গালীরা দান করবার বেলা যেন সতন্ত্র হ'য়ে কার্য্য করেন প্রেমারা খেলায় জড়িয়ে যাওয়ার মত না করেন। দেখুন যদি এই টাকাটা আপন হাতে দীন দুখীর দুঃখ নিবারণে লাগাতেন তা হ'লে যশ না পেলেও সৎকার্য্য জন্য মনে তৃপ্ত হ'তেন। এ কেবল টাকাটার ছিনিমিনী খেললেন। আর যদি গরিব বসন্তক-

টাকে দিতেন তা হলে নিদেন "কড়ি হলেই ভুঁড়ি হয়" কথাটার এক শেষ প্রমাণ দেখ্‌তে পেতেন, আর "দানাৎ পরতরং নহি" বলতে পাত্তেন, এ ভস্মে ঘৃত ঢালারও বাড়া হলো, টাকাও গেল দান ও সিদ্ধ হলোনা, যশও পেলেন না, লাভের মধ্যে সুবুদ্ধিরা তফাতে দাঁড়ায়ে "কি অবোধ!" ব'লে টিট্‌কারি দিচ্চে। যেমন কর্ম্ম তেমনি বিপরিত ফল এখন আর সম্পাদক ভায়াদের হাঁচড়াকামড়ায় কি হবে?

চোকে আঙুল।

অল্পদিন হইল পুলিসে যে একটী মোকদ্দমা হ'য়ে গিয়াছে তাহাদ্দারা লোকের এক রকম চোকে আঙুল দেয়া হ'য়েছে। ত্রিহুতের জনেক উকিল পূজার বন্ধে বাড়ী আসিয়া মাগমুখো বাঙ্গালী-দের চোকে আঙুল দেছেন। লোকে কথায় বলে "কর্ম্মণা বর্দ্ধতে বুদ্ধি" তা কর্ম্মদ্বারা উকিল বাবুর গোবেচারা বাঙ্গালীত্ব (গোবৎস বাঙ্গালীত্ব বল্লেই ঠিক হয়) ঘুচে গেছে সুতরাং তিনি আর স্ত্রীর মুচ্‌কি হাসি ও চোক্‌রাঙ্গান রূপ সোণারকাটি রূপার কাটির বশবর্ত্তীত্ব স্বীকার করিতে সম্মত নহেন, কাযেই তিনি আপনার বুদ্ধিমত কার্য্য ক'রেছেন। অবশ্য কেউ বোলবেন কাযটা ভাল হয় নি; কেউ বোলবেন ছোঁড়া বড় ছি-বলে; আর যাঁদের বড় হিন্দুয়ানীর পট পটাণী তাঁরা ব'ল্‌ছেন "কি সর্ব্বনাশ, গেল গেল সব গেল, সব খ্রীষ্টান হ'লো ব্রাহ্মণীকে জেলে দিলে গা! হিঁদু না মুসোলমান?" আর আবশ্যক মত জাল খতকারী দুইচার জন ভক্ত বিটোল কুঁড়োজালীর ভিতর মালা ঠক ঠকায়ে ব'লবেন "অ্যাঁ ছোড়া কি ভদ্রলোক গা? আদালতে গ্যালো কেমন ক'রে!" যাহ্‌উক আমরা এর কিছুই বলি নাই বরং সংবাদটী পাবামাত্র দৌড়ে গে ভুঁড়ি নাড়াদে ব'লেছিলাম "আইস দাদা আইস তোমাকে একবার কোলে ক'রে নাচি, বেটীরা যত ভদ্রসন্তানকে দয়ে মজায়েছে এতদিনের পর তুমি একটাকে ফল দেছ।" সভ্যগণ ম'নে ক'রবেন না যে পরের অনিষ্ট দেখলে আমার আনন্দ হয়, কারণ এবিষয়টায় আহ্লাদ হবার কারণ আছে; নচেৎ আমি ভাত খাই কাঁসি বাজাই আমার এতে কি সম্বন্ধ। মহাশয় গো ব'ল বো কি এখনকার ঘটকী বেটীদের জ্বালায় লোকের মেয়ে পার করা সাবেক কুলিন ব্রাহ্মণের মেয়ে চালানোর বাড়া হ'য়ে উঠেছে। পঞ্চাশ টাকার চাকরেকে ব'লে বসে "জামাইকে মুক্তার দোনরা দিতে হবে ও মেয়েকে বাউটী সাটের গহনা"। কন্যার বাপ বাউটিসাটকে কেউটে সাপ শোনেন ও

মুক্তার নামে ছমাস মুক্তার ঝোল খান কিন্তু ফোট্‌বার ফাট্‌বার যো নাই। ঘটকী মাগীরা গিন্নীর কাণে হরিমন্ত্র প'ড়েদেছে অমত কল্লেই সর্ব্বনাশ হবে। করেন কি কর্ত্তা বাড়ির পাটা বন্ধকদে গহনার আয়োজন করেন। এতেও যদি পাত্রটী উত্তম হতো তবেও কতকটা রক্ষা থাকতো কিন্তু তা হয়না; জামাইকে ঘরে কি গোলবাড়ীতে নেযেতে হবে তা সকলকেই ভাবতে হয়। ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের মালিনীর দৃষ্টান্তস্থল এরাই; বেটীরা অঘটন ঘটনা ভিন্ন জানে না। কর্ত্তা করেন কি গাছালায় ছটফট কত্তে থাকেন ও ইল্লির ভুমভুমুনি বিল্লির ঘাড়ে ফেলেন। অন্দরে তো ছুটোঁটে এক করবার যোনেই বৈঠকখানায় ব'সে বলেন "এ ঘটকী মাগীরে জ্বালাতন ক'রেছে কিন্তু চারা নাই, আজকাল ঘটক তো আর নাই'। এই কথার উত্তরে আমরা বলি "মহাশয়গো ঘটক থাকে কি ক'রে? ঘ'রের খেয়ে বনের মোষ কে চরাতে পারে? ঘটকী মাগীরে গিন্নীর কাণে ছুকথা শুনায়ে যায় আর আপনারা সেইমতেই মত দেন কাযেই ঘটকেরা কায পায়না কেন আসবে। যদি কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হ'তো তবে ঘটকও মিলতো, য'খন গিন্নীর ইচ্ছায় কর্ম্ম, তখন ঘটকে কি ক'রবে। ঘটকী বেটীরে আসবে, জিনিস পত্র চুরি ক'রবে ও বাড়ির পাটা বাঁধা দিইয়ে গাছ বাঁদর জামাই এনে দিচ্চে আর চান কি? আপনি বলেন ঘটক বেটারা কোন কর্ম্মের নয় ঘটকী না হলে কাজ চলে না; কিন্তু শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র বাবু আমাদের নিকট বলেন "ঘটকী গুলো কেবল অঘটন ঘটায় ও কাপড়খানা চোপোড়খানা, গহনাখানা চুরি করে, এবং এই বিষয়ের প্রমাণ দে লোকের ঘুম ভাঙ্গায়েছেন।" কর্ত্তাভজা নামটা অনেক দিন শোনা আছে কিন্তু আজ কাল গিন্নী ভজার বড় চাল হ'য়েছে এই জন্য বলি "হে গিন্নীভজা ভাই সব এক বার চোক চাও, আঙুল দেয়াতেও কি ঘুম ভাঙ্গিবে না?"

এনট্র্যান্‌স পরীক্ষা।

এটীও কি জানয়ার তা আমরা এখন ও বুঝ্‌তে পার্‌লেম না—তবে অল্পবয়স তাই বুঝতে পারিনি ভেবে মনকে আঁখি ঠেরে রাখি যে "বড় হ'লে বুঝ্‌তে পারবো।" কতকে বলেন যে এটী হ'লে বড় ভাল হয়েছে, কতকে বলেন এটী ভাল হয় নাই, কিন্তু বাস্তবিক কি হ'য়েছে তাহা কেই বুঝ্‌তে পারেন নি। পূর্ব্বে কলিকাতায় পক্ষীরদলছিল তাতে হাড়গিলে, সোণাকাণীময়না প্রভৃতি



সাহেবের ঔষধ খাইয়া গাত্রদাহ
রেগে আগুন, ভেবে আকুল



গাত্রদাহ নিবারণের উপায়
বাহির হইয়াছে।

সাহেবের নৃত্য।



ঔষধ সেবন।

চোর ধরি হরি হরি শব্দ করি কয়
কে আমারে আর পারে আর কারে
ভয়॥

৭৩২.৯



নানা রকম পক্ষী থাকিত ও তাতে নাম লেখাতে হইলে প্রথমে পরীক্ষা দিতে হতো। সে পরীক্ষাটা বড় মন্দ নয়, প্রবেশার্থিগন কে কত ছিলেম গাঁজা খেতে পারেন, তাই অগ্রে দেখা হতো এবং যে ১০০ ছিলেম গাঁজা একবৈঠকে উড়াইতে পারিত সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত ও দলের মধ্যে একখানি ইট আসন পেতো এবং সেই যে প্রবেশিকা পরীক্ষা হইত তাহাকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা বলা যায় যেহেতু আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও সেই রকম ধরণ দাঁড়ায়েছে। শিক্ষকেদের গরজ বেশী কিন্তু রোজগার কম, যাতে দশ টাকা পান তারি চেষ্টা, করেন কি এখন তো আর সেকেলে রকমে বড় দিন ছোট দিনের সওগাদ নেবার যোনাই কাযেই বকসিসেরই (রিওয়র্ড) একমাত্র ভরশা—এদিগে উপরওয়ালারা বনবরারমত গোঁ'ধরে বসে আছেন "কম্পিটিসন বড় ভাল" যে ইস্কুলের যেয়দা ছেলে পাশ হয় সেইখানের মাষ্টারদের মিহনুতে মনে করেন ও খুশি হ'য়ে রিউয়ার্ড দেন কিন্তু ল্যাজতুলে দেখেন না যে ছেলেদের ফলে কি হচ্ছে। মাষ্টারেরা যে রিউয়ার্ডের লোভে ইস্কুলের আগা.গাড়া এক এণ্ট্রান্সের পড়াপড়ায়ে ছেলে গুলির সাত আট বছর নষ্ট ক'চ্ছেন তা কে ধরে? মাষ্টারদের পোহাবারো কমবেতনে ঘরে ঘিখেতে পাননা ইস্কুলেতে মজা ক'রে ভদ্রসন্তান গুলির মাথার ঘিখান ও বাহাদুরী দেখায়ে রিওয়ার্ডলন। পরীক্ষক গুলিও তেমনি, শুনেছি তাঁরা নাকি প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে ছেলে দশবিশ পাত বই অবিকল লিখ্‌তে পারে তাকেই ইট্‌দ্যান। এই জন্যই একে এক রকম পরীক্ষায় ইট পাওয়ার বদলে পাশ হওয়া বলে। পাঠকগণ, আমাদের ও বাড়ীর তাঁতিঝির মানুষ করা ছেলেটী এণ্টান্স পাশ করিলে তাঁতিঝি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল "হ্যাগা ঠাকুর আমাদের বলাই কি পাশ ক'রেছে? সেতো রোজই পাশ ফেরে" আমি আর কিছু উত্তর না পেয়ে ব'লে ফেল্‌লেম "ওগো সে সহজ পাশ নয় নাগপাশের বাবা।"

"রিফর মেসন্ শুনি মুখে,
ম্যাফেজ্ হাঁসে কার্য্য দেখে,
চূণকালি মাখ মুখেতে
ধিক্‌রে সেনচুরি উনিশ।"

বাসন্তিকা। ঠাকুর! আজ আপনাকে এত উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি কেন? আজ আবার কোন্ ভাব মনে উদয় হইয়াছে? ও আবার কি, হাতে ওখানা কি? কোন স্থান হইতে নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছে বোধ হচ্ছে?

বসন্তক। হ্যাঁ; কিন্তু পত্র দেখেই

আমার একবারে আক্কেল গুড়ুম হ'ই-য়াছে।

বাস। কেন নাথ! এ ত সুখের খবর এই দুর্ভিক্ষ সময়ে এই প্রকার দুই এক খানা পত্র লোকে তল্লাস করিয়া লয় তা আপনি ইহার জন্য এত চিন্তিত হই-তেছেন কেন?

বস। তুমি একবার পত্রখানি আগে পড়েই দেখ দেখি?

বাস। (পত্রপাঠ) "শর্ম্মার বাটী একটি বিবাহ হইবে; পাত্রীর বয়স ২৫ বৎসর পাত্রের বয়স ১৬, মহাশয় সভাস্থ হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবেন"। তা বেশ ত এত কিছু বিচিত্র নহে। আপনি এত উৎকণ্ঠিত কেন? উঠুন; বেলা ঢের হইয়াছে, স্নানাদি করিয়া চাট্টি আহার করুন।

বস। "বিচিত্র কি?" বাসন্তিকা! এ প্রকার বিবাহ বিচিত্র নহে? তা বলিবে বই কি? আচ্ছা আমার অবর্ত্ত-মানে তুমিও ঐরূপ বিবাহ করিবে?

বাস। ছি ছি; ঠাকুর! অমন কথা মুখে আনিতে আছে?

বস। তা যাহাই হউক বাসন্তিকা! বল দেখি এপ্রকার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না।

বাস। নাথ! তাও কি আপনি অব-গত নহেন রত্নসাগর মহাশয় ত এপ্রকার বিবাহ শাস্ত্র সম্মত বলিয়া লিখিয়াছেন।

বস। কিন্তু তিনি ত উপস্থিত নহেন তবে কি প্রকারে বিবাহ হইতেছে?

বাস। আমি শুনিয়াছি যে এই বিবাহ যে পাত্র ও পাত্রীর সহিত হইবে তাহাদিগের বাটী বারাসতে। সেই খানকার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা এই নূতন বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। আরও শুনিয়াছি যে উক্ত স্থানে হিশ্ব বিশ্বাদি কয়েকজন ভট্টাচার্য্য আছেন তাঁহারা ডানহস্ত ভারি দেখিলে না করেন এমন কার্য্যই নাই। বিশেষতঃ এবিবাহে ধিনিক্কষ্ণ বাবু বিশেষ উদ্যোগী।

বস। "এই নূতন বিবাহের ব্যবস্থা" এ কথা বলিলে কেন? এই যে বলিলে রত্নসাগর মহাশয় এ বিবাহের ব্যবস্থা লিখিয়াছেন তবে আবার নূতন কি?

বাস। ঠাকুর! রত্নসাগর মহাশয় "অক্ষতযোনির" বিবাহের মত দিয়াছেন কিন্তু যে বিবাহ হইবে তাহা আর বলি-বার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে অনেক বেলা হইয়াছে, আপনি স্নান করুন আমি যাই।

বস। সাধে কি বাসন্তিকার নাম এন্‌সাইক্লোপিডিয়া রাখিয়াছি। বাস-ন্তিকা যাইতেছে, বোধ হচ্চে যেন তারকেশ্বরের ষাঁড় যাইতেছে। যদি ও-চরণটিও গোদা হইত, তাহা হইলে প্রায় গজগামিনী হইতেন।

সংবাদ সারসংগ্রহ।

কেদারনাথ নামে একজন কম্পজিটার অনেক ছাপাখানা হইতে হরপ চুরি করিয়া "চুরি কর্ম্ম বড় কর্ম্ম যদি না পড়ে ধরা" বচনটীর সার্থকতা সাধন ক'রেছিল, কিন্তু পরিশেষে লোকাল যন্ত্রের অনেক হরপের ডানাদেয়াতে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হয় এবং আদালতে দাখিল করা হইলে বলে যে তার অপরাধ নাই, যাঁরা তাকে রেখেছিলেন তাঁরা সকলেই তাকে হরপ বেচে পেট চালাতে ব'লেছিলেন। তৎশ্রবণে খোদার বাঁদরেরা জিজ্ঞাসা করেন "সেকি"? কেদারনাথ বলে যে চোদ্দশিকে বেতনে চাকর রেখে তেলকাটের বন্দবস্ত না ক'রলে উপরি পাওনার উপরেই তেল কাটের মাদার দেওয়া হয়। আর শুনতে পাই নাকি হাকিম ব'লেছেন যে লোকে যখন পাতকে পাত বাঁধা রচনা চুরি ক'রে সাজাপাচ্চেনা তখন এলো হরপ চুরির সাজা দেওয়া অকর্ত্তব্য। আমি এই শুনে বড় অন্যায় বিবেচনা ক'রে বাসন্তিকাকে বলায় তিনি ব'লেছেন 'তাহবেইতো—৩।৪ টাকা মাহিনা দিয়ে কম্পজিটার রেখে প্রেসের খরচা খতায়ে ৪ টাকা দরে ফরমা ছাপার এই রূপই দুর্গতি হয়।"

সমাচার চন্দ্রিকাও তাঁর মুখে ঝাল খেয়ে ন্যাসন্যাল-পেপর দাসী বিক্রীর কথাটী বড ফ্যাঁচডাগর ক'রে নূতন খবরের ধাঁজে লিখেছেন কিন্তু আমরা তো তায় নূতনত্ব কিছুই দেখতে পাই না। গরিব দুঃখী ও ভ্রষ্টাচারীরা মেয়ে ছেলে তো সকল দেশে সকল সময়েই বিক্রী ক'রে থাকে এতো আজ নূতন নয়। কিন্তু তাদের তবু ভয় আছে যেহেতু পুলিস ভায়ারা টের পেলেই বিক্রেতা দিগের বড় বিপদ ঘটে উঠে, হয় বছর কতক পাথর ভাঙ্গতে হয়, নয় যদি অনেক যোগাড়ে হাতে—দিতে পারে তবেই পাথর ভাঙ্গা থেকে নিষ্কৃতি পায় কিন্তু ফলে পাথর ভাঙ্গার বাবা সাজা ভোগ কর্ত্তে হয়; কেন না যে টাকা দিয়ে নিষ্কৃতি পায় তাহার যোগাড় করাতে পরের মেয়েছেলে ব্যাচা দূরেগে ঘরের ঘটী বাটী বেচেও সামাই খায় না, শেষে মেয়েছেলে বেচতে হয়। যাহা হউক এদের তো একরকম দাব আছে কিন্তু অনেকে যে দাবাদাবির তোয়াক্কা না রেখে দিনে ডাকাতির মত কায কচ্চে; তাদের জব্দ করবার উপায় নাই যে। যদি মানুষ ক্রয় বিক্রয় বন্ধ কর্ত্তে হয় তবে মুসলমানের নিকে কুলিন ব্রাহ্মণদের পণলওয়া ও বুড়োবরের বে করা কি আগে বন্ধ করা উচিত নয়? আমাকে লোকে বুড়োবরের ভিতর ধরবেন না কেননা আমি পণ দিয়ে বা টাকাঘুষ

দে বিয়ে করিনে আর কর্ত্তে হ'লেও টাকার শোকে ভুঁড়ি ফেঁসে যেতো— আমার বাসন্তিকা কি কেনা? তিনি স্বয়ম্বরা হ'য়েছেন।

কোন কোন স্থানে এখনো গভর্ণমেণ্টের চাউল বিতরণ হবে শুনে বেকার লোকের বড় আমোদ হ'য়েছে যেখানে যত বদমায়েস গে পেট টালবার যোগাড় ক'রে নিচ্চে। এখন তাদের কোন চিন্তা নাই—দুই হাত তুলে কোম্পানির জয় জয় কচ্চে—চাল বেচে গাঁজার পয়সার যোগাড় হচ্চে, দিব্বি ক'রে উদর পূজা হচ্চে, আর নিশ্চিন্ত হয়ে রাত্রে সিঁদ সাঁদ দেবার সুলুক সন্ধান জানা যাচ্চে। বাহবা কি মজারই দিন হয়েছে কিন্তু এজন্য বদমায়েসদের কেবল কোম্পানির জয় জয়কার করা উচিত হচ্চেনা, যে হেতু অনেক গুলি সংবাদপত্র-সম্পাদক তাহাদের এ সুখের জন্য অনেক সাহায্য করেছিলেন; তাঁরা কেবল গৃহস্তদিগের (যাদের বাটীতে নিত্য সিঁদ, ছিঁচকে চুরি হচ্চে) গাল মন্দের ভাগী হইবেন কেন? জয় জয়কারেরও কতকটা ভাগী হওয়া উচিত।

শোনাগেল চট্ট গ্রামের কুমারিয়া গ্রামটীতে এক জন শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ আসিয়া একাধিপত্য স্থাপন ক'রে ব'সেছেন, সেখানে আগে বামুনছিলনা, ইনি উড়ে এসে যুড়ে ব'সে একেবারে বেদ ব্যাসের বাবা হয়ে পড়েছেন হিন্দু মুসলমান সকলেই এর সেবক হ'য়েছে। সুখের আর সীমা নাই সোনার খাটে গা, রূপোর খাটে পা! হায় হায়! এ কথাটা যদি ঘুণাক্ষরে আমি জানতে পার্ত্তেম যে ১৯ শতাব্দীতেও বামুনের পোড়া কপালে এত মান ও সুখ হ'তে পারে তাহলে যে আমি গে আগে থাকতে দখল কর্ত্তেম। আহা বাসন্তিকে তোমার আর সুখের সীমা থাকতোনা মনের সাধটা পোরায়ে অষ্টাঙ্গে ষোড়শাভরণ দিতেম, আর যে চরণ দুই খানীর ভয়ে শর্ম্মারাম কম্পবান আছেন তাতে কত দাসী দে তেল লাগাতেম! এবড় দুঃখের বিষয় যে এমন সুযোগটা জানতেও পাল্লেম না!!!

নূতন স্থাপিত কোরিন্থিয়ান থিয়েটরে দুই জন বাঙ্গলী দর্শককে অপমান ও প্রহার করিয়া ইউরোপিয়গণ তাঁহাদিগের পশ্চিমাঞ্চলের সভ্যতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে আমাদের সম্পাদক ভায়াদের মধ্যে অনেক "ন্যাসন্যাল" প্রবৃত্তি প্রদর্শনার্থ বড় আন্দোলন কচ্চেন এবং সেই হুজুকে মেতে উঠে আমি বড় বক্তার হবার উপক্রম দেখেই বাসন্তিকা এসে ব'ললেন "ও গো কর কি একটু স্থির হও, দোষ তাহাদের না বাঙ্গালীদের? যে ইউরোপিয়গণ বাঙ্গালীকে

ড্যাম নিগার বলে,যে ইউরোপীয়গণ পা-ণেথেকে চুন খ'সলে বঙ্গালীকে বুট সুদ্ধ লাথি মারে, যে ইউরোপিয়গণ বাঙ্গালীর টাকায় ফেটিন চ'ড়ে দণ্ডে দণ্ডে বাঙ্গালীকে চোর ছ্যাঁচড় বলে, যে ইউরোপীয়গণ বাঙ্গালীর চাঁদার টাকা হাঁসড়ে প'ড়ে দুহাতদে শুণেনে প্রশংসা দেবার বেলা নাম কর্ত্তেও ভুলে যায়, সেই ইউরোপীয়দিগের কাছে যোড হাত করে খোদাবন্দ খোদাবন্দ ক'রে প্যাজ পয়জার শুনাগার ভোগ কর্ত্তে যায় কেন? ইউরোপীয়দিগের হীন বলের উপর বীরত্ব প্রকাশ করাটা স্বভাব বটে কিন্তু বাঙ্গালীদেরও জেচে কি মার খাওয়া স্বভাব নয়? ঢাকের শব্দে যে রূপ চড়কীর পিটষড়ষড় করে বাঙ্গালীদেরও তেমনী লাল মুখ দেখলে গা মড় মড় করে।"

এখনকার স্ত্রীলোকদের মনের মত হ-ওয়া বড় অল্পে হয় না। আজ কাল্ রা-স্তার দুধারে সাল, জামিয়ার, চোকা ও জোব্বাওয়ালা লম্বা চওড়া অনেক বাবু যাতায়াত করেন তাদেখে আমার বাসন্তিকার মনে একটী শক উপস্থিত, তিনি খেপে দাঁড়িয়েছেন। আমি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে সাত ঘাটের জল এক ঘাটে ক'রে বাড়ী এসে দেখি যে তিনি আমার মান ক'রে ঘোম্‌টাটেনে ব'সে আছেন। দেখেই চিত্তির, হঠাৎ এমনটা কেন! ভাল জিজ্ঞাসা করেই দেখাযাক। আমি ত হত বুদ্ধি, আমার বুদ্ধির গোড়ায় যে জল দেবে তার এই রকম; তা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব কি! বলি ও প্রিয়ে কথাকও ব্যাঅ্যাপার্‌টা কি? কোন বিষয়ে ত্রুটি হ'য়ে থাকে বা কোন দোষ ক'রে থাকি তা বল, সাধ্যমত হয় এখনি সম্পাদন করব। দেখ্‌লেম এ-বড় সামান্য অভিমান নয় আর সহজে যাবারও নয়, পরিশেষে গোবিন্দর যাত্রা শুনে শেখা, মান ভঞ্জনের পালাটা সমস্তই গেয়েদিতে, ঘোমটার ভিতর থেকে আমার মুখের দিকে একটুকুখানি তা-কিয়ে দেখ্‌লেন। আমি ত আহ্লাদে আটখানা হা! হা! হা! আর আমায় পায়কে, "বিধি পূরালে বাসনা" ব'লে চিৎকার ক'রে গান ধোল্লেম। বোধ হয় গানটী তাঁকে ভাল লাগ্‌লো তাই স্থির হ'য়ে শুনে আপনিই ঘোম্‌টাটী খুলে ফেল্‌লেন। বাসন্তিকা আমার "সদ্য দুঃখ বিনাশিনী" এক বারেই জল্। পরে আমার সঙ্গে দুটী একটী কথার পর আমাকে বোল্লেন "নাথ, তোমাকে আমি একটী কথা ব'ল্‌ব সেটী তোমায় শুন্‌তেই হবে, নৈলে"—আমি বল্লেম "কি কথা বল" তাতে তিনি ব'ল্লেন যে "এই শীতকালে কত লোক কত রকম ২ পোষাক প'রে ফিট্‌ফাট্ হ'য়ে মজা ক'রে বেড়াচ্ছে আর তুমি সেই এক

পাগ্ড়ি সার ক'রে ভাঙ্গা গাঁয়ের মোড়লের মত টোটো কোম্পানির দোহাই দিয়ে বেড়াও আমায় ভাল লাগে না। তুমি একবার ভাল পোষাক প'রে দিন কতক বেড়াও দেখ্লেও আমার মনে আহ্লাদ হয়"। আমি মনে মনে বুঝলেম যে বাসন্তিকা আমাকে বাবু ক'ত্তে চায়, তা বাবুয়ানা, কথাটী বসন্তকের পক্ষে যে কালান্তক-স্বরূপ তা জানেনা। ভাব্লেম, কি আশ্চর্য্য "কালস্য কুটিলাগতিঃ" নৈলে আমার বাসন্তিকার এরূপ মতি হবে কেন! আজি সে আমার বাবুগিরি দেখতে চায়, কাল যদি আপনি গাউন চেয়ে ব'সে ত আমাকে টাউন ছাড়া হ'তে হয় এবং তবেই গিচি, যাই হোক্ বাসন্তিকা আমার বুদ্ধিমতী, এর অভিপ্রায় মন্দ নাহ'তে পারে বোধ হয় এতে কিছু গূঢ়ত্ব আছে, এক রকম বুঝলেম; নৈলে সঙ্গে সঙ্গে এর উত্তর ক'রে নন্দা নন্দী একটা কি কেলেঙ্কার বাদাব? তা আমার বাবু হবার চেহারাটা আছে কিনা আরসিনিয়ে একবার দেখিদিকি, এই বলে একটু আড়ালে গিয়ে আরসি নিয়া দেখ্লেম, হা! হা! হা! আমার ভুঁড়িই সর্ব্বস্ব এতে বাবুগিরি খাট্‌বে কেন? কিন্তু এক কথা এই যে আমার মত লোহার কার্ত্তিক বাবুই অধিকাংশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তবে কিনা আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, আমার "ঐযে চোতা" পুঁজি, যদিও বাবুদের কাছে কাছে বেড়াই, বাবুয়ানাটা প্র্যাক্‌টিক্যালী কখন ক'রে দেখা হয়নি, শেষে কি পাড়াগেঁয়ে বাবুদের মত হ'ব?। সহরের বাবুরা বলেন যে পাড়াগেঁয়ে বাবুদের বাবুয়ানার অনেক দোষ আছে। এখন করি কি, আপাততঃ বাসন্তিকার মন রাখ্‌বার জন্যেও ত বাবু হ'তে হচ্চে না'হলে আবার কি মান ক'রে ব'স্‌বে? এখন কোন পোষাকটী তার মনমত হবে তার ও নিশ্চয় নাই। তবে আপনিই আগে এক এক রকম পোষাক প'রে আরসি নিয়ে দেখি, যদি এর মধ্যে একটী আমার পচন্দ হয় তবে সেইটী প'রেই বাসন্তিকার কাছে যাব এই ভেবে রকম রকম কতকগুলি পোষাক সংগ্রহ ক'রে প্রথমে এক কালাপেড়ে সীমলের ধুতি পিরাণ ও তারি উপর এক সালের জোড়া, পায়ে হাফ্‌ষ্টকিং ও বুটজুতো দিয়ে মাথার চুল যেমন ছিল তাহা একবার আঁচড়ে দেখ্লেম, যে হুঁ হ'য়েচে, গোঁপটী থাক্‌লেই ঠিক হ'ত, এরকম আশি বছরের খোকা গোচের বাবু এখনও বিস্তর, এই রকম বাবুদের প্রাণ রসে ভরা, এঁরা যৌবনকে টেনে রাখ্‌তে চান, এমনকি রং মেখে শং সেজে চুলগুলিকেও পাক্‌তে দেন না, দাঁতগুলি না থাক্‌লেও পাকে প্রকারে সেগুলিকে মুখথেকে পড়্‌তে দেন না।

যাই হোক্ শিং ভেঙ্গে বাচুরের দলেযাব ব'লে ভোল্ ফিরিয়ে দেখ্‌লেম, যে চেহারাটা সেকেলে বদ্ মাইশ্ গোচের হ'য়ে দাঁড়াল। অমনি ও পোষাক ছাড়লেম। পরে ইজের কোট পরে দেখি যে না ইংরেজ না বাঙ্গালি, একটা কিম্ভুত কিমাকার ভোঁচং হ'য়ে পড়েচি, তাদেখে আপনা আপনিই ত হাসি রাখ্‌তে পারিনি। সুতরাং তখনি পোষাকটা ছেড়ে তবে বাঁচি। একে একে সব পোষাকগুলি পরে দেখ্‌লেম তার মধ্যে একটাও ত আমার ভাল লাগ্‌লোনা। শেষে ভাবলেম আমারই মখনপচন্দ হয়নি, তখন বাসন্তিকার ত মনে ধ'রবেইনা। তা যাই হোক্ আপাততঃ যে কোন রকমে বাসন্তিকাকে বুঝিয়ে রেখে, অ্যাড্‌ভারটাইজ ক'রে দি যে "যে কেহ আমাকে বাবুয়ানা শিখাইয়া অল্পদিনের মধ্যে আমাকে বাবু করিয়া তুলিতে পারিবেন আমি তাঁহাকে নয় টাকা বেতন ও মনের মত পুরস্কার দিব"। আমার প্রথম বাবুয়ানার ডিফেক্‌ট্ রাখা হবেনা, বিশমল্লায় গলদ হইলে বাসন্তিকার মনমত হবেনা। তা এখন কোন কাগজে অাড্‌ভারটাইজ্ করি, কোনটাই বা বেশী চল্‌চে তা বিবেচনা ক'র্ত্তে হবে। ইংলিশম্যান, ডেলিনিউস্ ইত্যাদি কতকগুলি কাগজ মন্দ চ'লচে না, আমি যদি এই সব কাগজেই ছাবিয়ে দি, তা হ'লে কি কিছু জান্তে পারবো না? এগুলি ইংরাজী কাগজ, বাবুয়ানার জায় গায় সাহেবীর খবরটিও পাওয়া যেতে পারে। আমি এইতেই নিশ্চিন্ত থাকব না। চুপাঁচখানী বাঙ্গালা কাগজেও খবরটী দেব। দেখা যাক্ কি রকম দাঁড়ায়।

প্রেরিত।

প্রিয় বসন্তক বরেষু।

ঠাকুর একটা সংবাদ দিই বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ে সম্প্রতি মৌলাবকস্ নামে একজন দক্ষিণীগাইয়ে গান ক'রেছিলেন; "ছোট রাজা" বড় রাজা অনেক যত্ন ক'রে সেই দিবস কতকগুলি বড়২ ইংরাজকে বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ে আনেন (বোধ করি বাঙ্গালীতে ভাল বুঝবেনা ব'লেই) এবং তাঁদের সুমুকে বঙ্কাজী বীনও জলতরঙ্গ যন্ত্রের বাদ্য ও সঙ্গীত করিয়া শ্রোতাবর্গকে মোহিত করেন। তাতো কর্ত্তেই পারেন কেন না মৌলা মিয়ার ক্ষমতা, তাহাতে তাঁর বক্স বা বাক্স নাম ছেড়ে মৌলসিন্দুক নাম নেয়া সাজে; তিন বিষয়ে পটুতা কি সাধারণ কথা? সে যাউক মিয়াসায়েবের কীর্ত্তিতে সকলে সন্তুষ্ট হ'লে পর সভাপতি ও সম্ভ্রান্ত সকলে তাঁহাতে

সম্মানার্থ একখান প্রসংশাযোজিত পদক বহু প্রশংসার সহিত দান করেন ও সভা ভঙ্গ হয়। কিন্তু প্রিয় মহাশয়, এইখানেই এর শেষ নয় আর একটু আছে—বড় লোকের কারাখানাই যুদা, এই এক ব্যক্তিকে আমিরীতে তুলেচেন অপর তখনি পা দে মাড়াচ্চেন। কবিরা লিখেছেন " বড়র পিরীতি বালির বাঁদ। ক্ষণে সর্বে ফুল ক্ষণেকে চাঁদ।" তা মিয়াজীর ভাগ্যেও তাই ঘটেছিল। সভা যেমন ভঙ্গ হলো অমনি বাবু সাহেব সব বড়২ জুড়ি নিয়ে হড়্‌বড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন আর "বামুণ গেলেনঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর" বাক্যানুসারে অনুচরেরাও সব সট্‌কাল, মিয়া সাহেব বীন, জলতরঙ্গ ও তানপূরা গুলি নেযাবার লোক না দেখে আপনি ঘাড়ে ক'রে বেরোলেন ও পথে পাহারাওলায় "কিয়া লে যাতা " ব'লে মানটা ভাল ক'রে দিয়েছিল শেষে একজন চেনা লোকে বাঁচায়ে দেয়। প্রিয় মহাশয়, যাঁকে গুণের জন্য মান্য দেওয়া কর্ত্তব্য তাঁকে এরূপ মান দেওয়া কেন? ইটি "গরু মেরে যুতা দান বলে।" এরূপ ব্যবহারগুলিতে গুণের গৌরব করা হয় না নামকেনা ব'লতে পারে?

মূল্যপ্রাপ্তি।

বসন্তক সম্বন্ধীয় নিয়ম।

১। প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে বসন্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

২। ইহার মূল্য ডাকমাসুল সমেত বিদেশীয় বার্ষিক ৩।৶০; দেশীয় অগ্রিম ৩ টাকা, মাসিক ।০ আনা।

৩। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বসন্তক বিদেশে প্রেরিত হয় না। অগ্রিম মূল্য স্বরূপ প্রেরিত ডাক ষ্টাম্প হইতে টাকা প্রতি বিক্রয়ের খরচা টাকায় ৴০ আনা হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা ৩।৴০ পাঠাইবেন, তাঁহারা ৩।৶০ আনার প্রাপ্তি স্বীকার পাইবেন।

৪। বসন্তক সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নম্বর সুচারু যন্ত্রালয়ে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিতব্য।

৫। বসন্তকে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতিপংক্তি ।০ আনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু চারিবারের পর হইতে ৶০ গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ময়মন সিংহ পিঙ্গনা ৩।৶০

" " শ্রীধর মুখোপাধ্যায় গোহাটী ... ৩।৴০

" " যোগেশ্বর রায় চকদিঘি ৩।৶০

" " দয়ালচন্দ্র মিশ্র রঙ্গপুর ৩।৶০

কলিকাতা, চিতপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তকেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাক্তকণ্ঠং ॥

একাদশ সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৪৶ নগরের অগ্রিম মূল্য ২৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

সভ্যগণ আপনাদিগের জয় হউক, আপনারা মহাজন! এস্থলে মহাজনটা দুই অর্থেই সাজে প্রথম অর্থ এই যে আপনারা মহৎ ব্যক্তি বা বড়লোক (বড়লোক ব'ল্লে কখন কখন ব্যঙ্গভাবে কদাচার বুঝায় কিন্তু সে অর্থে এস্থানটায় প্রয়োগ হয় নাই) আর দ্বিতীয় অর্থ এই যে আপনারা মহাজন বা ধনী অথবা দাদনকারী। আমি গরিব ব্রাহ্মণ আপনাদিগের নিকট এক অর্থে আশ্রিত, অপরার্থে খাতক, যে হেতু আপনারা টাকা দেছেন। আপনারা যদি এই দুর্ভিক্ষের বৎসর জুলুমে জমীদারের মত বড় পেড়াপীড়ী করেন তবেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মারা যায়—একে চৌহারা লোক তাতে তৃতীয় পক্ষের সংসারের ফরমাশ খাটতে খাটতে হয়রান—তাতে আবার চাকর বাকর হীন কাযেই হাঁটতেই পায়ের বাঁদন ছিঁড়ে যাবে। এই জন্য আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করি যে দুই চার মাস কিছু অপরাধ মাপ ক'র্‌বেন; আমার ডিষ্ট্রিবিউটার নামে ঘোড়াটীর পা ভেঙ্গেগেছে, সেটী আরাম হলেই নিয়ম মত হাজির পাবেন। কেহ যদি বলেন যে অপরাপরে যখন হাজিরে নিয়ম মত দিলে, তখন আমার গরহাজিরী মাপ ক'র্‌বেন কেন, সে কথার উত্তর আমি এই দিই যে অপরের সহিত আমার তুলনা হয় না—তাদের চলুতিকল আর আমার নূতনকল—সব এখনো ভাল রূপে চল্‌ছেনা। কখন ইস্প্রিং ভেঙ্গে যাচ্ছে, কখন দড়ি ছিঁড়েযাচ্ছে। যাহাই

হউক সত্য জানবেন যে আপনাদিগের নিকট যদিও অপরাধী হয়েচি তথাপি আপনাদের তুষ্টক'র্ত্তে যে আমার নিতান্ত মন তা ব্যবহারেই জানতে পারবেন। দেখুন আমাদের পুরোণো কুরুচ গ্রন্থকর্ত্তারা ব'লেচেন যে গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ ক'রবে ও সেই কথার অনুগামী হ'য়ে আমি মঙ্গলাচরণটী করি কিন্তু দেখুন সেই মঙ্গলাচরণেই আমার ভাব ভক্তি দেখা যায়। লোকে কথায় যেমন বলে "এক আঁচড়েই জানা যায় গায়ে কত তেল" সেই রকম আমার "জয় হউক" টাতেই বোঝা যায় আপনাদের তুষ্টকর্ত্তে কত যত্ন। আপনাদের যদি একখানী পত্র লিখতে হয় অমনি লিখিবার আগেই দুর্গানামের শিরপ্যাঁচ ক'রে বসেন, কেন না সকল কাযের গোড়াতেই দেবতার নামটা মঙ্গল-কর। কেবল আপনারা যে এইরূপ করেন তা নয়, বড় বড় দাড়িগোফওলা হোমরা চোমরা মুনি ঋষিরাও এইরূপ ক'র্ত্তেন "নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং দেবীং স্বরস্বতীং চৈব ততোজয় মুদীরয়েৎ" বচনটী তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কিন্তু আমি আপনাদের ডরে দেবতার নামটাও এক বার আগে ভাগে ক'রে নে পরকালের বিষয়ে পাথরে পাঁচকিল মেরে রাখ্‌তেও সাহস করিনে। কি জানি যদি আপনারা আশীর্ব্বাদ আগে না ক'রলে চটে উঠেন। আর দেখুন আপনাদের জন্যে কত দেশ দেশান্তরহইতে খবর আনি, কিরূপ দুর্গম স্থানসকলে যাই এবং কি সকল অসমসাহসীর কথাকই দেখুন আপনাদের জন্য বড় বড় ধনরূপ বল বিশিষ্ট পেটমোটা মহিষগুলিকে রাগাই—মহিষ বলার তাৎপর্য্য এই যে ধনবান্‌দেরঘরের অকালকুষ্মাণ্ডগুলির রাগ হ'লে জলে ডুবলেও নিস্কৃতি পাওয়া যায় না। বুড়ো লোকদের হৃদয়সরোরুহের প্রকান্তরে গৃহিত ভিমরুল গুলিকে খোঁটাই—ভিমরুল বলি এই জন্যে যে আমার কথায় তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভিমরুলের চাককে লাঞ্ছনা দেয়। আর ইংরাজসম্প্রদায়রূপ বোলতার চাকে কাটিদিই—বোলতা বলার কারণ এই যে ইংরাজদের বর্ণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও তাহাদের একটীকে কিছু ব'ললেই আর দশ জন সঙ্গে এসে পড়ে। আর নিজে অশ্লীলতার আদর্শ ওল্ড ভলগ্যারিটী হ'য়েও অশ্লীলতানিবারিণীসভার ভয় করিনা তাহার সভ্যগণ যে ইচ্ছা ক'রলেই ধ'রে ফাঁসি দিতে পারেন তা সে ভয় রাখি না। এতেও যদি আপনারা বলেন যে আমি অবজ্ঞা করি বা মন যোগাতে ইচ্ছুক নই তবে আর চারা নাই। অতএব আপনারা ঠিক জানবেন যে আমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ আছে তবে ঘটনা ক্রমে প্রথমপ্রথম কিছু ব্যতি-

ক্রম ঘট্‌ছে কিন্তু সেটা এর পরে নাহবার সম্ভাবনা; একবার কলটী ভালরূপে চলেগেলেই হবে।

সে যাহউক এখন আর অনর্থক বকাবকিতে কালক্ষেপ না ক'রে সাবেক দোষগুলো কাটায়েওঠবার চেষ্টা করা যাক তা হ'লেও কতকটা নিষ্কৃতি পাওয়াযাবে যেহেতু পাঠকগণের মধ্যে যাঁরা বড় রাগত হ'য়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকে আমাদের নূতন কথাশুনে ভূতপ্রিয় বাবুর মত ভুলে যেতে পারেন। কিন্তু আর-একটু মিছে ব'কতে হয়েচে যেহেতু ভূতপ্রিয়বাবুর কথাটা পেটের ভিতর যেরকম হুটপাট ক'রচে, বোধ হয় ব'লে না ফেল্‌লে পেটফেটে বার হবে। তাই সভ্যগণ, একটু ধৈর্য্যধরুন আমি ভূতপ্রিয়বাবুর কথাটা বলেনি— কেন্দুল বিল্বগ্রামে (এ কেন্দুল বিল্বের সঙ্গে "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী" জয়দেবের কোন সম্বন্ধ নাই)। বামন প্রসাদ মল্লিক নামক একজন ধনবান্ জমিদার ছিলেন তিনি তাঁর জমিদারী সমস্তের মধ্যে কুলবেড়ে তালুক খানিকে যত্ন ক'র্ত্তেন এবং তার লাটের কিস্তির খাজনা দাখিলকরণার্থ বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, অধিক কি খাজনা দাখিল কর্ত্তে লোক পাঠায়ে তাহার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত অস্থির থাকতেন। এক দিন বামনবাবু কর্ম্মনাশা নামক একজন প্রাচীন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকেদে কুলবেড়ের লাটের খাজনা পাঠান—কলেক্‌টরী কাছারী অধিক দূর নয়, এক দিনেই চেষ্টা ক'রলে খাজনা দাখিল ক'রে ফিরে আসা যায় এবং বরাবর সেইরূপই করা হ'ত। ঘটনা ক্রমে ও নামের মাহাত্ম্যগুণে কর্ম্মনাশা খাজনা দাখিল-ক'রে বাবুরকাছে না এসে কলিকাতার রগড় নিতে গেলেন। বয়স হ'লে অনেকের মন যেমন হামাগুড়ি দিয়ে থাকে কর্ম্মনাশার মনও সেইরূপ দিত, যদিও তাঁর "বয়স বছর ক্রুশো" ব'ললে বড় অত্যুক্তি হ'তোনা, তথাপি প্রাণটা বড় ইয়ারগোছের ছিল তাই কলিকাতার কিছু মজা নিতে গিছলেন। এ দিগে বামনবাবু সন্ধ্যাকাল সমাগত দেখে কর্ম্মনাশার অনাগমনে বড় উৎকণ্ঠিতহলেন, কিচকের দ্রৌপদীর আগমনপ্রতীক্ষার মত বারবার পথেরদিকে তাকাতে লাগলেন, কিন্তু সকলই বিফল হলো এবং মনের উৎকণ্ঠায় বাবুর আহার নিদ্রা হলো না। পর দিন সকালবেলা উঠে বাবু তো গ্রামে ত'লোহাঁড়ি মাগুণি ক'রে ফে'ল্লেন ভেবেই অস্থির! এদিগে কর্ম্মনাশা কলিকাতার মজা নে পর দিন প্রাতেই কেন্দুলবিল্বে রওয়ানা হলো ও উজোন ঠেলে বেলা একটার সময় গে পৌঁছুলেন, গ্রামের সিমানায় পা দেবা মাত্রেই দুই চার জন চেনা লোক ব'ল্লে,

"আপনি ক'রেছেন কি! বামনবাবু যে আপনার না আসাতে কালঅবধি আহারাদি করেন নি"। কর্ম্মনাশার শুনেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল কিন্তু কি করেন চারা নাই, কি কাটান করেন তাই ভাবতে ভাবতে বাবুর বাড়িরদিকে চল্লেন, ক্রমে যত বাটীর নিকটে যেতে লাগলেন ততই অনেক ভয় হ'তে লাগলো, এ বলে "ছি মশাই" ও বলে "এমনটা কি কর্ত্তে হয়' আর বাবুর মশাহেবরা ব'লতে লাগলো "এমনওকরে, বাবুর কালথেকে আহার নাই, বাবু মহা রাগত হয়েচেন, আপনি সামনে যাবেন না"। কর্ম্মনাশা মনে মনে ভাবলেন "যখন এগুলেও নির্ব্বংশের ব্যাটা পেছুলেও নির্ব্বংশের ব্যাটা তখন এগুলেই ভাল"। এই ভেবে পাথরে বুক বেঁধে বাবুর বাটীতে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই অমনি সরকার লোক জনেরা বামনবাবুকে খবর দিলে যে কর্ম্মনাশা এসেছে। এই খবর পেয়েই বাবু মুখ আরও ভারক'রে মানিনী শ্রীরাধিকার মত গুম্ হয়ে বসলেন। কর্ম্মনাশাকে সকলেই সামনে যেতে বারণ করতে লাগলো ও ব'লতে লাগলো যে বাবু রাগে একেবারে বাক্যালাপ বন্ধক'রে ফেলেছেন গেলেই সর্ব্বনাশ হবে। কর্ম্মনাশা একে ইয়ার মানুষ তাতে আবার বয়স সাঙ্গ হয়েছে সুতরাং আর বড় ভয় ডর নাই যে হেতু জানে যে তার আর ভোগ বহুদিনের জন্য নয় কাযেই মরিয়ার মত হয়ে "না হয় জবাবই দেবে আর ত কিছু না, রাগটার রকমই দেখে নিই না" ব'লে বাবুর বৈঠকে গিয়ে ঢুকলেন। যাবা মাত্রেই বাবু মুখ ফিরায়ে ব'সলেন—কর্ম্মনাশা দেখলেন বড় হ্যাঙ্গাম, শ্রীমতির দুর্জ্জয় মানের বাবা—কিন্তু ইয়ার লোক বলেই চট ক'রে মনে হলো যে বাবু ভূতের কথা বড় ভাল বাসেন তবে একটা ভূতের কথাই কওয়া উচিত—এমন সময় মসাহেবরা ও আমলা ফয়লা সকলে ব'লে উঠলো "ছি ছি আপনি কাল এলেন না কেন" কর্ম্মনাশা ব'ল্লে "যোয়ারের যোরে নৌকা চলে না দেখে ক'লকাতায় উঠে ছিলেম ও মনে ক'রেছিলেম যে সন্ধ্যার পূর্ব্বে রওয়ানা হব কিন্তু কি করি যে একটা দুর্দ্দৈব ঘটলো"। এই কথা বলাও যে অমনি বাবু ফিরে ব'সে বল্লেন "হাঁ বটে কি কি কি দুর্দ্দৈব?" কর্ম্মনাশা বুড়ো কুরুচ গোড় চিনতে বড় চতুর, অমনি বলে ফেল্লে "মহাশয় সে আর ব'লবো কি একটা ভূত" এই কথা যে শোনা অমনি কর্ত্তা বলে উঠলেন "অ্যাঁ বল কি ভূত! তা হবেই তো এরূপ দুর্দ্দৈব হ'লে আসাবন্ধ হতেই তো পারে তবে কি রকমভূত—কোথায় দেখ্লে?" কর্ম্মনাশা বল্লেন "হুজুর কলিকাতার বাড়ীতে,"

আমি যে গিয়ে বলেছি অমনি সাম্‌নে কড়িকাট সমান একটা এসে দাঁড়ালো কর্ত্তা বল্লেন "আঁ বল কি সত্য? তার পর" কর্ম্মনাশা বল্লেন সত্য বই কি। "হুজুর, সুমুকদিকে গুড়মুড়ো তার পিছনদিগে পা, দেখেই আমি কাট হয়ে গেলেম, কিন্তু চৈতন্য পেয়ে আর কিছুই দেখ্‌তেপেলেম না, অমনি উঠে প্রস্থান।" কর্ত্তার আর আমোদের সীমা নাই, হেসে বল্লেন "বটে তাইতো এরূপ দুর্দ্দৈব ঘট্‌লে দেরি তো হতেই পারে—ওরে কর্ম্মনাশাবাবুকে জলখাবার এনে দে, সমস্ত দিন ভালক'রে খাওয়া হয় নাই" এই আগড়ম বাগড়ম বকাতেই তো পুঁথি বেড়ে গেল, পাঠকগণকে যে কথা ব'লবো মনে ক'রেছিলেম তার তো কিছুই হলোনা এখন তা বল্‌তে গেলে অনেক গুরুতর কথা রয়ে যায় অতএব আগের কথা আগে ব'লেনিই পরে অবকাশ মত রঙ্গরসের কথা কব।

নূতন ইংরাজি চাল।

টাইম্‌স অফ ইণ্ডিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, যে সম্প্রতি ইন্দোরে রেলওয়েএঞ্জিনিয়ার-আফিসে অগ্নিলাগিয়া সমস্ত কাগজপত্রাদি পুড়িয়াগিয়াছে। ইহাতে দুঃখের বিষয় কি! যেমত জন্ম হইলে মৃত্যু হয়, যেমত পারস্যঅক্ষর লিখিলে ভাল উৎকৃষ্ট বিলাতিকাগজ হউক না কেন, উইয়ে কাটে সেই প্রকার রেলওয়ে, পবুলিকওয়ার্কস্‌ডিপার্টমেণ্ট ও নিমককোলার কাগজপত্রাদি অদ্যাবধি অগ্নি, ইঁদুর কিম্বা বাঁদরসাৎ হইতেছে; ইটী ইংরাজদিগের পদার্পণের ফল অর্থাৎ ইংরাজি চাল্‌।

নূতন অভাব।

প্রায় সকলেরই একটা না একটা অভাব আছে, তার মধ্যে আমার মত লোকের একটী বেশী। সে বেশীটী কি? আমি জিজ্ঞাসা ক'ল্লে কেউই ব'ল্‌তে পার্‌বে না। অভাব নানারকম, ধন, মান, যশঃ ও প্রতিপত্তি অনেকেই চায়, আমি এ সকলের জন্যে ব্যতিব্যস্ত নই। আমি যা চাই, তা কারুরই নাই যে দেবে, আর সেটী দিলেও নেয়াযায়নি, পরের নিলেও কোন কাযে লাগেনি। আমি দুখানি ডানা চাই, কিম্বা কোন কৌশলে যাতে অনায়াসে উড়ে যেতে পারি এমন হয়, তবে আমার অভাব মোচন হয়। অনেকে ডানার কাযটী শিখাতে প্রস্তুত, কিন্তু যাঁরা শিখাবেন, তাঁদের পুঁথিগত বিদ্যা, আর যাঁরা প্র্যাকৃটীক্যালী ক'রেচেন তাঁরা উড়েগিয়ে একেবারে দুনিয়া ছাড়া হ'য়ে প'ড়ে

চেন। আমার ঐ বিদ্যাটী শেখ্‌বার বড় ইচ্ছে, পায়ে অনেকদিন পূর্ব্বে স্থবিধাও হ'য়েছিল, কিন্তু আমার বুদ্ধিটী মোটা তাতেই আজ্ পর্য্যন্ত ওর দিক্ দিয়েও যেতে পারি না। অনেকেরই উড়ে যাবার ইচ্ছে হয় বটে, কিন্তু সকলের মনের ভাব সমান নয়, কে কোন ভাবে উড়্‌তে চায় তা বলা দুষ্কর। তবে আমি যে এত ব্যতিব্যস্ত কেন তা বরং বলি। আমি নাকি ছেলেব্যালা থেকে বড় চালাক ও বড় চঞ্চল, এক জায়গায় থাক্‌তে হ'লেই যেন হাড়্‌গোড়্‌ভাঙ্গা দ টী হ'য়ে থাকি। আর একটী কথা, দুনিয়ার খবর দুটী পাঁচটী জান্তেপা'ল্লে আমার সেইগুলি দশজনের কাছে ব'লেবেড়াতে পাল্লে বড় আমোদ হয়, তারই সন্ধানে প্রায় ঘুরে ঘুরে বেড়াই, মধ্যে মধ্যে যা কিছু পাওয়া যায়, তাতে মনে তৃপ্তি হয় না। পাঠক মহাশয়কে ব'লতে কি, আমার হ'য়েচে, "দরিদ্রাণাং মনোরথঃ" মনের ভাব মনেতেই থেকে যাচ্চে, কিছু ক'রে উঠ্‌তে পাচ্চি না। পূর্ব্বকালে পক্ষিরাজ ঘোড়া ছিল, তারা এক দিনে অনেক স্থান যাতায়াত ক'রে অনেক বিষয় জান্তে পার্ত্তো, তা মানুষ সকল প্রাণীর চেয়ে প্রধান, এরা উড়্‌তে পাল্লে তাদের চেয়েও অধিক বিষয় খুঁজে বারক'র্ত্তে পারে। যদি বলেন যে আমি একলা উড়ে উড়ে কত জান্‌বো, তা হ'লে আপনাকে আগে একটী "রুল অফ থ্রি" ক'রে দেখ্‌তে হয়। যথা, "কতকগুলি মনুষ্য পায়ে হেঁটে আপনারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ও অন্যের সাহায্যলইয়া যতগুলি কার্য্য সম্পাদন করিবে, আমার মত একটী উড়ন্ত মনুষ্য অন্যের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের সমান পরিশ্রম করিয়া সে কার্য্য করিবে, তাহা বেশী কি কম হইবে?" এইতেই উড়েযাবার ফল ঠিক জান্তে পার্‌বেন, আর আমার দুখানি ডানা পাওয়া বড় আবশ্যক কি না তাও বিশেষ বুঝ্‌বেন। আমি পূর্ব্বেই ব'লেচি যে, যে সকল আমি দেখ্‌তে শুন্তে পাই, তা অন্যের কাছে ব'লতে ভালবাসি, কেবল আমাদের দেশের লোকে শুন্‌লেই আমি তুষ্ট নই; আমার ইচ্ছা যে ভারতবর্ষ সওয়ায় অন্য অন্য দেশ থেকেও কিছু কিছু পাই আর এখানকারগুলি আমি স্বয়ং গিয়ে ব'লে আসি। বিশেষতঃ আমাদের দেশের কতকগুলি ভাল মন্দ বিষয় প্রত্যহ যদি বিলাত পর্য্যন্ত গিয়ে মহারাণীর নিকট জানাতে পারি, তা হ'লে এই আম্‌দানি রপ্তানিতে যা হোক্ একরকম মুনফা দাঁড়ায় কি না?

(গত প্রকাশিতের পর)

আমি ত বাবুয়ানা শেক্‌বার জন্যে

আমার ইচ্ছামত বিজ্ঞাপন প্রকাশ ক'রেচি, তাতে যে কোন রকম খবর পাই তা বোধ হয় না। যাহউক এই বৃদ্ধবয়েসে ভোগটী হ'চ্চে ভাল। বাসন্তিকা আমার যদিও বুদ্ধিমতী, তথাচ স্ত্রীলোকের যে একটী একগুঁয়েমি থাকে তা তার বিলক্ষণ আছে! আমি যতই বুঝাই তাতে "খাতের নদারদ্" সেই যে একটী ঝোঁক ধ'রেচে আমি ফিট্ ফাট্ হ'য়ে বাবু হ'য়ে বেড়াব, সে দেখ্‌বে, তা সেটুকু আর কোন মতেই ছাড়্‌চে না। আমার আবার হ'য়েচে কেমন, না সাধক'রে ফোঁটা প'র্ত্তে গেলে কপাল চড়্‌চড়্ করে। যাহউক এমন উভয় শঙ্কটেও মানুষে পড়ে? এখন আমি তার অমতে কেমন ক'রেই বা চলি! আবার তার যে-রকম আব্‌দার সে অনুসারে কাযকরা তো আমা হ'তে হয় না। আমি যে এখন তার ইচ্ছামত একটী শং সেজে বেড়াব তা পার্‌বো না, তাহ'লে আমাকে লোকেই বা ব'লবে কি। তাও চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লেম্ কিছুই তো ভাল লাগ্‌লো না? এখন এ বিপদের যেখান থেকে উৎপত্তি সেখানে না গেলে নিবৃত্তি হবার অন্য উপায় নাই। আমাকে পুনরায় বাসন্তিকার কাছেই যেতে হ'ল। বলি, ও-বাসন্তিকে! তুমি ত আমাকে বিষম বিভ্রাটে ফেলেচ।

বাসন্তিকা। কেন নাথ! আমাহ'তে তোমার এমন কি বিপদ উপস্থিত হ'ল?।

বস। প্রিয়ে! তুমি যে আমাকে ভাল পোষাক প'রে বাবুয়ানা ক'রে বেড়াতে বল, তা আমি হলেম, সেকেলে মানুষ, এখনকার বাবুদের মত হ'য়ে বেড়াতে আমার লজ্জা করে।

বা। নাথ! তোমার লজ্জার কথা শুনে আমার লজ্জা করে, এরই নাম "খেতে ব'ল্লে মা'র্ত্তে ধায়"।

বস। তা নয়, তা নয়, বলি ভাল পোষাকেরই বা দরকার কি?।

বা। ভদ্রলোকটীর মত হবে ব'লে।

ব। আচ্ছা, আমি যদি এই সামান্য রকমে চলি, আর আমাকে লোকে ভদ্রলোক না বলে নাই বোল্লে? তাতে আমার হানি কি? যদি পোষাকঅনুসারে ভদ্র ও বড় হ'ত, তা হ'লে অনেক বাড়ির জমাদার, খানসামা ও অন্য অন্য চাকরদের যে দামী পোষাক দেখা যায়, তাতে সাধারণের মধ্যে তার চেয়ে ভাল পোষাক প'রে যে কেউ বড় হবেন তা "সে পথে কাঁটা"। আর-ও দেখ আমারই মত সাদাধুতি ও চটীজুতিতে "গুণনিধি মহাশয়" (সহরের বাবুরা যে পাড়াগেঁয়ে বলেন, ইনি তাদেরই একজন) এত বড় হয়েচেন যে হাতবাড়িয়ে পাওয়া যায় না।

বা। তা বটে, তবে বাইরে, সম্ভ্রম রাখ্‌বার জন্যে পোষাকটীর যে বিশেষ দরকার তা কে না স্বীকার ক'র্‌বে ?।

ব। এ কথা আমিও অবশ্য স্বীকার-করি, তাব'লে কি বেয়াড়া বন্দবস্ত ক'রে ওজন ছাড়া হ'য়ে একেবারে পাতালের দিকে ঝুলে পড়া ভাল ?।

বা। নাথ! আমি তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রে তোমাকে বোঝাতে পার্‌বো-না, স্ত্রীলোকে কি পুরুষের সঙ্গে কোন বিষয়ে পেরে উঠে ?

ব। পারে বৈ কি—তা যাহোক্ এখন কি করি বল।

বা। আমি আর কি ব'ল্‌বো এখন তুমি যা ভাল বাস তাই কর আমার তাতে আপত্তি নাই, তোমার যাতে অ-সুখ হবে আমি কি তাতে সুখী হব ?।

ব। আঃ বাঁচ্‌লেম, আমরা হলেম সেকেলে মানুষ, আমাদের সেকেলে ফ্যাশন——

বা। (হাসিতে হাসিতে) তুমি আবার সেকেলে "ফ্যাশন" পাবে কোথা-থেকে, সেকেলে "কেতা" আমরা এখন-কার মানুষ, আমাদের "ফ্যাশন" ব'ল্লে সাজে।

ব। আমি বলি কি, যে "ফ্যাশন" টী বিদেশ থেকে ইণ্ডেণ্ট্ কোরে আস্তে কষ্টনেওয়ার চেয়ে, এখানে পাওয়া যায় যে বাঙ্গালা "ধরণ" টী, তাই নে চলা মন্দ কি ?।

বা। তবে তাই ভাল।

ক্রমশঃ

বিদেশীয় সংবাদ।

ব্রাহ্ম পাদ্‌রি শ্রীযুক্ত বাবু নমঃ বিষ্ণু কি লিখিলাম বাবু শব্দ কি উন্নতশীল ব্রাহ্মদিগকে বাচ্য ইহাতো হিন্দুদিগের উপাধি। কৈশবেরাতো হিন্দু নহে; মুসলমান নহে যে মিয়াসাহেব লিখিব সাহেবও নহে যে রেভারেণ্ড্ লিখিব, তবে কি লিখি—

ইহা ব্রাহ্মদিগের অত্যন্ত অন্যায়, অদ্যাবধি ইঁহারা শিশু রহিয়াছেন নাম-করণ অর্থাৎ যাহাকে আমরা ভাত কহি, তাহা করেন নাই। সে দিবস বাহিরে ব্রাহ্মিকারা কি বলিয়া স্বামীদের সম্বোধন করিবেন এক প্রকার স্থির করিয়াছেন এ-ইটী কেন স্থির করেন নাই—কিন্তু স্থির করুন বা না করুন হিন্দুরা ছেলেদের নামকরণ না হইলে ফ্যালারাম, ভূতো, খোকা, বাঞ্ছারাম বলিয়া থাকে; কিন্তু ব্রাহ্মেরা তো হিন্দু নয় যে, সে কথা ব-লিবে। রাগ করিতে পারেন কায নাই। তবে যথা বিহিত অনাবিষ্কৃত পদবীযুক্ত শ্রীমজুমদার মহাশয় যে বিলাতে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে ইংরাজেরা অবাক্

হইয়া পড়িয়াছে। আমরাও অবাক হইয়াছি। তিনি কহিয়াছেন যে বেণ্টিকসাহেবের আমলে যে হিন্দুদিগের সতীর সহগমন-নিবারণ করা হয় তাহার মূল তাঁহার রিফর্ম এসোসিএসন; তাঁহাদের উৎসাহে অদ্যাবধি ভারৎবর্ষে সতী পাওয়াযায় তাহা না হইলে সমস্ত সতী পোড়াইয়া মারা হইত। তাহাদের উৎসাহে হিন্দুবিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ বিহিত হইয়াছে; এমন কি,যে হুগলিনদীর সেতু নির্ম্মাণ হইয়াছে, যদিচ ইংরাজেরা তাহাকে লেস্লি সাহেবের কৃত কহে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিতেগেলে তাহাদের উৎসাহে বলিতে হইবেক, কারণ আদি সেতু সেতুবন্ধরামেশ্বর,সেটী হনুমান কৃত—বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন যে গুপ্তিপাড়ার হনুমান প্রসিদ্ধহনুমান, তাহার নিবাস সেই গ্রামে, তবে আদি সেতুর কারণ রিফর্‌ম্ এসোসিয়েশন্ কেন নহে।

নূতন খবর।

সহরের ও পল্লিগ্রামের কৃষ্ণ বিষ্ণু গোচ বাঙ্গালী ইংরাজী লেখক সকলে বাবুইংলিস নিয়ে বড় মাথাকোটাকুটি কর্ত্তে মেতেছেন আর আমাদের মত লোক সকল তফাতে দাঁড়ায়ে তামাসা দেখ্‌ছে। মেং ওয়েব্ এবং মেং ব্লো সাহেব ইংরাজী সাহিত্যবিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখে তার ভিতর বাবুইংলিস ব'লে বর্ত্তমান বাঙ্গালীলেখকদিগের ইংরাজী রচনার সমালোচনা ক'রেছেন। তাঁরা যে সকল কথা লিখেছেন তার কতক সত্য ও যুক্তিযুক্ত বটে কিন্তু কতকটা অসত্য ও অযৌক্তিক কথা ও ড্যাম বাঙ্গালী ব'লে লিখেফেলেছেন। যদি সেই কথা গুলোর প্রতিবাদ করা হইত তাহ'লে কোন কথাই থাক্‌তো না কিন্তু ইংরাজী লেখকরূপে পরিগণিত বাঙ্গালী বাবুদের "বাবুইংলিস" এই কথাটী দেখেই একেবারে অভিমানের হুঁড়িভেঙ্গে চৌচাক্‌লা হ'য়ে প'ড়েছে ও তাঁহাদের কোপ আগুন দেয়া তুবড়ীর মত জ্বলে উঠেছে, কাজেই শেষে ধোঁয়ায় আর কিছু দেখতে পাননা, কোথা যান কি করেন ঠাওর নাই। কেউ ব'লছেন "হাঁ আমরা ইংরাজী জানিনা তো জানে কে" কেউ ব'লছেন "হাঁ অমুক বাবুর কাছে কতব্যাটা ইংরেজ কলম ধরতে পারে না।" এসকল কথা শুনে আমাদের মত লম্বোদর গোচ বুদ্ধিমান লোকেরা বিবেচনা ক'র্চ্চেন যে কোন সাধুকে চোর ব'ললে যেরূপ সে ব্যক্তি ঐ বাক্য তাঁহার গ্রাহ্যের ভিতর বলিয়া বিবেচনা করে না, আর চোরকে অসত ব'ল্লেই জ্বলে উঠে সেইরূপ যদি বিশুদ্ধ ইংরাজী লেখবার ক্ষমতা কাহারও